চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৬ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতে করোনায় মৃত্যু ৯৩৪ জনের আক্রান্ত ২৯৪৩৫

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.)।। লকডাউনের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হতে খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। অথচ, ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকানোই যাচ্ছে না। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।

মঙ্গলবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় ২৯ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৩৪ জনের। করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬,৮৬৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ৫৪৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৯,৪৩৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২১,৬৩২)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৩৪। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬,৮৬৮ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৯৩৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু"জনের, দিল্লিতে ৫৪ জনের, গুজরাটে ১৬৩ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্য প্রদেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ আগরতলায় বাজারগুলিতে স্ক্রিনিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় নজরদারি আরও কঠোর করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে আগরতলার সমস্ত বাজারে স্ক্রিনিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সমস্ত মহকুমায় বাজারে স্ক্রিনিং-র ব্যবস্থা করা হবে।

আজ এ-বিষয়ে সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা বলেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা অনেকটা ভাল পরিস্থিতিতে রয়েছে। কিন্তু, তাতে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। তাই, প্রতিনিয়ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছেউ তাঁর কথায়, বাজারে এখন মাস্ক পরে আসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রকাশ্যে থুতু ফেলা কিংবা প্রস্রাব করলে জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁর সাফ কথা, করোনা মোকাবিলায় সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। নাগরিক সমাজ-কেও দায়িত্ববান হতে হবে। তিনি বলেন, এখন বাজারে ক্রেতারা অনেকটাই সুশৃঙ্খল আচরণ করছেন। নিয়ম মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধভাবে দাড়াচ্ছেন।

করোনা মোকাবিলায় আগরতলায় বিভিন্ন বাজারে স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এদিন তিনি বলেন, আগরতলায় প্রধান বাজারগুলিতে স্ক্রিনিং-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান গাড়ি সন্দেহভাজনের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক বলেন, থার্মাল স্কেনার দিয়ে বাজারে উপস্থিত ক্রেতাদের স্ক্রিনিং করা হবে। তাঁর বক্তব্য, একজন ক্রেতার জ্বর হয়েছে, থার্মাল স্কেনার-এ তা সহজেই ধরা পড়বে। তখন তার অন্য কোন উপসর্গ যেমন সর্দি কিংবা কাশি থাকলে সেই তথ্য সংগ্রহ করা হবে। করোনা সংক্রমনের উপসর্গ মিললে ওই ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

ওই আধিকারিকের কথায়, আপাতত আগরতলায় প্রধান বাজারগুলিতে আই স্ক্রিনিং-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ত্রিপুরার সমস্ত মহকুমা বাজারে ওই ব্যবস্থা করা হবে। করোনা মোকাবিলায় এই পদক্ষেপ খুবই সময় উপযোগী বলে দাবি করেন তিনি। প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্তের সন্ধানে নমুনা সংগ্রহে গতকাল থেকে আগরতলায় ভ্রাম্যমান গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে, অনেক সুবিধা রয়েছে।প্রথমত, ওই গাড়িতে করে নমুনা সংগ্রহে পিপিই কিট কম ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ওই নমুনা সংগ্রহ করা যাচ্ছে। এখন থেকে সন্দেহভাজনদের দরজায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থায় ওই আয়োজন করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমান গাড়িতে নমুনা সংগ্রহে পিপিই কম ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, শুধু যে প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং তদারকি করছেন একমাত্র তিনি পিপিই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সরকারি অফিসে মাস্ক না পরলে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। সরকারি এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় কর্মরতদের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন থেকে ওই সব স্থানে মাস্ক না পরলে জরিমানা করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। প্রথমবার লঙ্ঘন করলে ১০০ টাকা। পরবর্তী প্রতিবারের জন্য ২০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে।

এ-বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গত ১৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশিকা জারি করেছে। ত্রিপুরা সরকার সেই নির্দেশ মেনে রাজ্যের সরকারি দফতরে এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় কর্মরতদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু, এখন আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর কথায়, করোনা-র বিস্তার আটকাতে মাস্ক-এর কোনও বিকল্প নেই। তাই মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি বলেন, মুখে আবরণ রাখা জরুরি। সে-ক্ষেত্রে মাস্ক কিংবা অন্য কিছু দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে রাখলেই সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। তাই ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা আজ মাস্ক না পরলে জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানান, অফিসের করিডোর কিংবা বৈঠকখানা এবং যে কক্ষে অধিক মানুষ বসে কাজ করবেন সেখানে মুখে আবরণ রাখতেই হবে। নইলে প্রথম বার আদেশ অমান্য ১০০ টাকা এবং তার পরবর্তীতে প্রতিবারের জন্য ২০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত মাস্ক রয়েছে। কোনও দফতরের কর্মচারীদের কাছে মাস্ক না থাকলে এনএইচএম-এর কাছে চাইলে বন্দোবস্ত করে দেবে।

গরু চুরি ও জবাইকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ এপ্রিল।। চুরি হওয়া গরুর মাংস কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠল রমজান আলী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনা নিয়ে উত্তরের কদমতলা থানা এলাকার পশ্চিম ইচাইলালছড়া গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডে উত্তেজনা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে এই অঞ্চলে। শান্তি এবং সৌভ্রাতৃত্বের মধ্যে যখন এলাকার মানুষ বাস করছিলেন তখন কতিপয় চক্রান্তকারী ঘৃণ্য কাজটি করেছে বলে অভিযোগ।

চুরি হওয়া গরু গুলি রমজান আলীর কাছে কারা তুলে দিল? পবিত্র রমজান মাসে চুরি হওয়া গরু আবার চোরের মত কেটে মাংস বিক্রির সময় এলাকাবাসীর নজরে আসে। গ্রামের লোকজনরা রমজান আলীর বাড়ির পাশে গরুর চামড়া দেখতে পান। পূর্বে এই গ্রাম থেকেই দুটি গরু চুরি হয়েছিল। তারপর এলাকাবাসী রমজান আলীকে জিজ্ঞেস করলে রমজান আলী স্বীকার করেছে যে সে গরু কেটেছে। খবর দেওয়া হয় কদমতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধুর মুখে এসিড ঢেলে হত্যার অভিযোগ স্বামী ও ভাসুরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল।। বাম বা রাম যাই হোক না কেন নারী নির্যাতনকে যে কোনভাবেই লাগাম টানতে পারছে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না গত ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে দু-দুটি নারী মৃত্যুর ঘটনায়। বিশালগড় এর কৃষ্ণা বালার মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরেক জন মহিলাকে নিশংসভাবে মেরে ফেলা হলো মুখে এসিড ঢেলে। এবারের ঘটনা রাধাকৃষ্ণ পুর থানাধিন বাগমা এলাকায়। অবশ্য এবারের ঘটনায় হত্যাকারী ওই মহিলার স্বামী সহ পরিবারের লোকজনই। এমনটাই অভিযোগ করলেন মৃতার বাবা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাগমার এলাকারই কলিরাম পাড়ার রাজিব নগর নিবাসী গোপাল দেবনাথ এর প্রথমা কন্যা সরস্বতী দেবনাথের ২০০৩ সালের জুলাই মাসে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয় বাগমা এলাকার ই অনুকূল দেবনাথের ছেলে প্রণব দেবনাথ এর সাথে। বিয়েতে বর পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী স্বর্ণের চেইন, নেকলেস , হাতের বালা নগর টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের বছর খানিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিল্প তালুক বোধজংনগরে শুরু যানবাহনের সেনিটাইজেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। শিল্প নগরী বোধজংনগরে বহিরাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী লরি ও যান বাহনগুলিকে সেনিটাইজেশনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা করোনামুক্ত হলেও বহিরাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলি জীবাণু বহন করে নিয়ে আসতে পারে। সে জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পরামর্শে আগরতলা পুর নিগম বোধজংনগর শিল্পনগরীর দুই নম্বর গেইটে জীবাণুনাশক ইউনিট গড়ে তোলা হয়েছে। টানেলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি গেলে পুরো গাড়ি জীবাণুমুক্ত হবে। অদূর ভবিষ্যতে আখাউড়া চেকটোস্টেও এধরনের একটি ইউনিট বসানোর চিন্তাধারা রয়েছে।

করোনা মোকাবেলায় সর্বদা সচেতন আর.কে নগরস্থিত টি.এস.আর দ্বিতীয় বাহিনী। রাজধানী আগরতলা শহর সহ টার পার্শবর্তি বাজার গুলিতে ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় সামাল দিতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে আর.কে নগরস্থিত টি.এস.আর দ্বিতীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পাশাপাশি বিভিন্ন থানা গুলিতেও পুলিশের সাথে মিলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে আর.কে নগরস্থিত টি.এস.আর দ্বিতীয় বাহিনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগরে দুঃসাহকি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। লকডাউন চলাকালে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। সোমবার রাতে কোন এক সময় রামনগর ৬ নম্বর রোডে চিন্ময় দাসের বাড়িতে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়। চিন্ময় বাবুর নাতি দীপরাজ রায় এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত। দীপরাজের বাড়ি খোয়াইয়ে। লকডাউনের আগেই দীপরাজ খোয়াই চলে গিয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে রানগরের স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের দরজা ভাঙা দেখে দীপরাজকে ফোন করেন। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো শুরু

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করে মিড-ডে-মিলের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর দাবী শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। করোনাজনিত সাম্পতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ এবং রাজ্যের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্খের সাথে আলোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। আজ দুপুরে দেশের সকল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব

বৈঠকে শিক্ষামী রতনলাল নাথ বর্তমানে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর যে উদ্যোগ নিয়েছে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীকে অবহিত করেন। ১৩টি ক্যাবল চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতিদিন ১৩ ঘন্টা করে ক্লাস চালু, দশম ও দ্বাদশের যেসব পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলির সামাজিক দূরত্ব মেনে খাতা দেখার কাজ শুরু, ততীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং ৮০ শতাংশ রেজাল্ট দপ্তরের অ্যাপে আপলোড করা, রেকর্ড করা বিভিন্ন ক্লাস ইউ-টিউবে আপলোড করার বিষয়টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়নন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামী রতনলাল নাথ বৈঠকে আলোচিত উপরোক্ত বিষয় সমূহ সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সমগ্র শিক্ষায় বকেয়া ৩৬ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এই তিনটি অর্থবছরের বকেয়া ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা রিলিজ করার জন্য তিনি কৌয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মী শ্রী নিশাঙ্খের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া উদয়পুরের বনদুয়ারে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে শ্রীনাথ জানান। এছাড়াও ধর্মনগরের হুরুয়ায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে অনুমোদন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর নিকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে আটকে থাকা মানুষদের রাজ্যে ফেরাতে প্রোটোকল অর্ডার জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় লকডাউনজনিত কারণে যারা বহির্রাজ্যে আটকে রয়েছেন তাদের রাজ্যে ফেরানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আজ নির্দিষ্ট প্রোটোকল অর্ডার ইস্যু করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ (স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) এ সংবাদ জানান।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ। ছবি নিজস্ব

তিনি জানান, প্রোটোকল অর্ডার অনুযায়ী রেড জোন বা হটস্পট এলাকা থেকে রাজ্যে ফিরলে তাদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং প্রত্যেককেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তাদের প্রত্যেকেরই নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। যদি নমুনা পরীক্ষায় সবারই নেগেটিভ আসে তাহলে তাদের ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হবে। আর যদি নমুনা পরীক্ষায় কারোর পজেটিভ আসে তাহলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও জানান, যারা নন হটস্পট এলাকা থেকে ফিরবেন তাদের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হবে এবং রেনডেমলি কিছু নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আরও জানান, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় মোট ৫০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৫০ জনেরই নমুনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছে। সাংবাদিকদের এক প্রশের উত্তরে তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে যাতে কেউ রাজ্যে প্রবেশ না করতে পারে তারজন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্য হাতির তান্ডব তেলিয়ামুড়ায় রাত জেগে প্রহরা দিচ্ছেন গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ এপ্রিল ঃ একদিকে যেখানে গোটা দেশে চলছে লকডাউন সেখানে বন্যহাতির উন্মত্ত তাণ্ডব অতিষ্ঠ জনজাতি অংশের মানুষজনের জীবন। বিগত কয়েকমাস পূর্বে হাতি বিশেষজ্ঞ একটি দল এলেও হাতির তাণ্ডব কিন্তু কমেনি। বর্তমানে চলছে লকডাউন। পাহাড়ি জনপদ সহ সমতল বাসীদের মধ্যে খাদ্য সঙ্কট রয়েছে লকডাউনের কারণে। তারপরেও বন দপ্তরের কর্মীদের সাথে রাত জেগে হাতি তাড়ানোর কাজে হাত বাড়িয়েছেন একাংশ মানুষেরা।

ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার চামপ্লাই, কপালি টিলা, বড়লুঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায়। বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে বর্তমানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়ে থাকলেও বনকর্মীরা সঠিক সময়ে সেই জায়গাতে পৌঁছায়নি। বন্যহাতি কয়েকটা রয়েছে, আজ পর্যন্ত বনদপ্তরের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুমিয়াদের বীজ ও আর্থিক সহায়তা নতুন প্রকল্পে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। লকডাউন-এ জুমিয়াদের সহায়তায় ত্রিপুরা সরকার নতুন প্রকল্প এনেছে। ত্রিপুরায় ৬,৯৭৯ জুমিয়া পরিবারকে চাষাবাদের জন্য বীজ এবং আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভা এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। প্রায় ১১ বছর পর জুমিয়ারা সরকারের তরফে ফের বীজ পাবেন। শুধু তা-ই নয়, জুমচাষে বীজ রোপণ, আগাছা পরিষ্কার এবং ফসল তোলার জন্য প্রত্যেক জুমিয়াকে ৬ শ্রমদিবসের অর্থ সরাসরি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে জুম চাষ সাহায্য প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পের অন্তর্গত জুমিয়াদের বীজ

এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করা হবে। তাঁর কথায়, প্রায় ১১ বছর আগে এডিসি-র পক্ষ থেকে জুমিয়াদের বীজ দেওয়া হতো। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এখন তা বন্ধ।

তিনি বলেন, করোনা-র প্রকোপে লকডাউন চলাকালীন জুমিয়ারাও সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের কাছে বীজ নেই, তাই তাঁরা চাষ করতে পারছেন না। তাঁর কথায়, জুম চাষের এখনই সঠিক সময়। ফলে, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুর ও উদয়পুরে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল।। সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় লাকডাউনেও বন্ধ হয়নি নেশা দ্রব্যের পাচার বাণিজ্য। এর প্রমাণ ফের মিলেছে আজ মঙ্গলবার।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালের দিকে কমলাসাগর বিধানসভার মধুপুর থানার অন্তর্গত শান্তিটিলা এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি হাটবাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিন যুবক টিআর ০৭ সি ৫৪৫২ নম্বরের একটি মোটর বাইকে করে যাচ্ছিল। বাইক আরোহীদের চোখমুখ বা হাবভাব দেখে হাটগামী মানুষের সন্দেহ হয়। তাঁরা বাইক আরোহীদের আটক করে তালাশি চালান। তালাশি চালিয়ে তাদের ব্যাগ থেকে প্রচুর পরিমাণের নেশার কফসিরাপ ফেন্সিডিল এসকাপ উদ্ধার করেন তাঁরা।

তিন যুবককে আটক করে গণধলাই দিতে থাকেন জনতা। ধৃতদের নাম শরিফ মিয়াঁ, ইব্রাহিম মিয়াঁ এবং নবকুমার মুণ্ডা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের বাড়ি মিয়াপাড়াঁ এলাকায় বলে স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে ধৃত তিন যুবক।

ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয়ে মধুপুর থানায়। খবর পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর আসে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনে থেকে রহস্যজনকভাবে নেশা কারবারি তথা পাচারকারীর নায়ক ইব্রাহিম মিয়াঁ পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। ইব্রাহিমকে ধরতে তার পিছনে ধাওয়া করেন স্থানীয় জনতা ও পুলিশ। কিন্তু তাকে ধরা সম্ভব হয়নি।

এদিকে অন্য দুজনকে মধুপুর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, ইব্রাহিম মিয়াঁর পালিয়ে যাওয়ার পিছনে পুলিশের ভূমিকা রয়েছে। ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, আজ সাত সকালে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড স্থিত এফ এল সপ নং ১ এর সামনে তালা ঝোলানো থাকলেও পেছন দিক দিয়ে গোমতি নদীর তীর দিয়ে অবৈধ ভাবে এই দুই পাচার কারীর নিকট থেকে ৮৩ বোতল মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৯৮ ◻ ২৯ এপ্রিল ২০২০ ইং ◻ ১৬ বৈশাখ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ফের চীনকে হুঙ্কার ট্রাম্পের

করোনা নিয়া বিশ্ব রাজনীতি উত্তপ্ত হইয়াই চলিতেছে। এই বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে রাজনীতি মুক্ত হইয়া লড়াই জারীর আবেদন যেন আজ মানিতে নারাজ ক্ষুব্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প। করোনায় সবচাইতে বেশী বিপর্যস্ত আমেরিকা। মঙ্গলবার পর্যন্ত যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে সেখানে করোনার ছোবলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াইয়াছে ছাপ্পান্ন হাজার। ক্ষুব্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্প এই করোনার পিছনে চীনের হাত আছে বলিয়া অভিযোগ তুলিয়াছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র বিরুদ্ধে ট্রাম্প কামান দাগাইয়াছেন। সরাসরি অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, হু চীনের হইয়া কাজ করিয়াছে। উত্তেজিত ক্ষুব্ধ ট্রাম্প হু-কে দেওয়া সমস্ত অনুদান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এদিকে, ট্রাম্প অনুদান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় চীন রেকর্ড পরিমান অনুদান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দিয়াছে। কিন্তু, ইহাতেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাগ কমে নাই। তিনি চীনকে স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, করোনার জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আসলে করোনাকে কেন্দ্র করিয়া চীন আমেরিকা কার্য্যত সম্মুখ সমরে। ধরিয়া নেওয়া গিয়াছিল হয়তো দুই দেশের মধ্যে ক্ষোভ অসন্তোষ থাকিলেও আজকের এই বিপর্য্যস্ত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই হইবে মুখ্য। কিন্তু, না পরিস্থিতি দিনে দিনেই যেন জটিলতার হইতে চলিয়াছে। চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রশাসনের ক্ষোভ রাগ যে দিনে দিনে তুঙ্গে উঠিতেছে তাহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতি নিয়া তেমন উদ্বেগ উৎকন্ঠা দেখা যায় না। এই দেশে অপর দেশের কাছে অসন্তোষ ব্যক্ত করিয়াই থাকেন। তাহা আবার আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পপ্তি হইয়াও যায়। আবার কোনও দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কই না রাখিয়া সগৌরবে চলিতে পারে। যেমন আফগানিস্তানে তালিবান সরকারের সঙ্গে অনেক দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ওয়াল ট্রেড সেন্টার ধুলিস্যাৎ করিয়া লাদেন আমেরিকার শক্তি উদ্বত্যকে চুরমার করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু, আমেরিকা তাহার বদলা লইল আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া। অপরাধ সেখানে তালিবান সরকার লাদেনকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছে। আফগানিস্তানে যুদ্ধে আমেরিকার পাশে দাঁড়াইয়াছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশ। যে পাকিস্তান তলে তলে তালিবানদের মদত দিত। সেই পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালাইয়া ছিল আমেরিকা। সেই সাদ্দাম হুসেনের পরিণতি কি হইয়াছিল। ইতিহাস তো মুছিয়া যায় নাই। সুতরাং আমেরিকার প্রতিশোধ স্পৃহার অনেক ঘটনা ইহাই স্পষ্ট করিয়াছে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত হইলে আমেরিকা দায় এড়াইতে পারিবে না।

চীনের প্রতি ক্ষোভ অসন্তোষের পরিণতি কি হইবে, আমেরিকার ক্ষোভ যদি সংবরণ না হয় তাহা হইলে বিশ্ব শান্তি নিয়া শংকা তো থাকিয়াই যাইতেছে। করোনা সম্পর্কে হু আগাম সতর্ক বার্তা দেয় নাই ট্রাম্পের এই ক্ষোভ যে সহজে নিরসন হইবার নহে তাহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতেছে। হু'র চেয়ারম্যানকে চীনের পক্ষভুক্ত করিয়াছেন ট্রাম্প। চীন করোনা সংক্রমণ ছড়াইতে ভূমিকা নিয়াছে ট্রাম্পের এই অভিযোগ খন্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন হু'র চেয়ারম্যান। দোষারোপের পালা বন্ধ করিয়া এক সঙ্গে মহামারী রোধে সক্রিয় হইতে আহ্বান জানান হু'র চেয়ারম্যান। তারপরও ট্রাম্প ক্ষোভের আগুনে জ্বলিতেছেন। তাঁহার দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যাই পৌঁছিয়াছে ৫৬ হাজারে? বহু আক্রান্ত। রীতিমতো বেসামাল অবস্থা। এই অবস্থায় ট্রাম্প চীনের বিরুদ্ধে আরও সুর চড়াইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন চীনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। চীন ও আমেরিকার এই তপ্ত পরিস্থিতির পরিণতি কি? ইহাই আজ বড় প্রশ্ন।

করোনা ইফেক্ট : চিন ছেড়ে কি ভারতে আসবে বিনিয়োগকারীরা !

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার জেরে সমগ্র পৃথিবীর হাত — পা ফুলে উঠেছে। ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে ভারতের জন্য একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সারা বিশ্বের উৎপাদনের কেন্দ্র হতে পারে ভারত।সেই সুযোগ এখন ভারতের সামনে রয়েছে। আন্তজার্তিক মঞ্চে চিনের বিরুদ্ধে একটা নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।সেটিকে আর্থিক দিক দিয়ে কাজে লাগানো উচিত ভারতের।এই সুযোগকে কোনও ভাবেই হাতছাড়া করা উচিত নয়।এই সময় দেশের নীতিনির্ধারকদের উচিত বিদেশী বিনিয়োগকারিদের ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য আকৃষ্ট করা। কিন্তু এটা কি সম্ভব? আসলে পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। তবে এর জন্য ভারতের সরকারী বিভাগগুলির অন্দরে দুর্নীতি ও লাল ফিতে সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে।এই বিষয়ে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। অকর্মণ্য সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।বিনিয়োগের বিধিগুলি সরল ও নমনীয় করতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যথাযথ সম্মানের দিয়ে আচরণ করতে হবে। যারা আমাদের দেশে বিনিয়োগের অভিপ্রায় নিয়ে মূলধন নিয়ে আসবে তাদের সমস্ত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।যে আমলা ভাল কাজ করছে তাদের উৎসাহ দিতে হবে।

চিনের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক সীমিত করার ঘোষণা ইতিমধ্যেই করে দিয়েছে জাপান সরকার। চিনে যে সকল মার্কিন বাণিজ্যিক সংস্থা বিনিয়োগ করেছিল তারাও এখন একই পথে হাঁটছে।জাপানের সঙ্গে ভারতের অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।ভারতে বিপুল বিনিয়োগ করেছে জাপান।ভগবান বুদ্ধের দেশ হওয়ায় জাপান খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতকে দেখে।জাপান ভারতে বুলেট ট্রেন প্রকল্প শুরু করছে।জাপান এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে তা প্রমাণ করে যে জাপান ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে ভারতকে শ্রদ্ধা করেছে। এটি অবশ্যই সাধারণ ঘটনা নয়। গোটা বিশ্বে যে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে ভারতকে প্রস্তুত হতে হবে।চিন থেকে যে বিনিয়োগ জাপান অনত্র সরিয়ে নিচ্ছে, তা যাতে ভারতে আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।কমপক্ষে একটি বড় অংশের বিনিয়োগ ভারতে আনা প্রয়োজন। ভারত যদি নিজেকে উন্নত করে তবে জাপান, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিনিয়োগ আসবে এ দেশে। এই দেশগুলির বিনিয়োগকারীদের উন্নত পরিবেশ দিতে হবে। আমরা কি তাদের সর্বোত্তম পরিবেশ দিতে পারি? কিছু মনে করবেন না, এই ক্ষেত্রে আমরা এখনও অবধি আমরা দুর্বল, তা প্রমাণিত।

চিনে করোনা সংক্রমণ তৈরি হওয়ার আগেই দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানীগুলি সে দেশ থেকে নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নিয়ে ভিয়েতনামের দিকে চলে গেল।বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ভারতে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়। সেই কারণেই এই সকল বিনিয়োগ ভারতে আসে না। দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতন্ত্র এবং জটিল নিয়মের জেরে বিনিয়োগকারীরা ভারত ছেড়ে ভিয়েতনামের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে।বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া ৭০০০ বেশি কোম্পানি ভিয়েতনামে বিনিয়োগ করেছে। এতগুলি কোম্পানি এদেশে বিনিয়োগ করলে ভারতের ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে যেত।কয়েক কোটি যুবকের কর্মসংস্থান হত। তবে আমরা এই দুর্দান্ত সুযোগটি হাতছাড়া করেছি।হ্যাঁ, এটি সত্য যে প্রায় ৭০০ টি দক্ষিণ কোরিয়ান সংস্থা ভারতে বিনিয়োগ করেছে।তবে এখানে সাত হাজার আর ৭০০ মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।ভারতে কোরিয়ান সংস্থাগুলির বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন যে গত চার-পাঁচ বছরে ভারতীয় প্রশাসন চিনে বিনিয়োগ করা জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে এ দেশে বিনিয়োগ করাতে ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থাগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিনিয়োগ করতে বেশি আগ্রহী। ভারতে দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাসের রাজনৈতিক বিষয়ক আধিকারিক ইউ চ্যাং-হো বলেছেন, মূলত দুটি কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থাগুলিকে চীন ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।প্রথমত, চিনা সংস্থা কোরিয়ান সংস্থাগুলির প্রযুক্তি নকল করে নিচ্ছিল।দ্বিতীয়ত, কোরিয়ান সংস্থাগুলিতে শ্রমিকদের পেছনে খরচ বেড়েই চলেছিল।

কিন্তু এখনও ভারতের হাত থেকে সমস্ত সুযোগ বেরিয়ে যায়নি। প্রচেষ্টা যদি সুদৃঢ় হয় তবে নিশ্চই ফের জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলির থেকে বড় বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে পারব। ভারত গত তিরিশ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি ও উৎপাদন শিল্পে একটি বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রের কথা বলি তবে মহারাষ্ট্রের চকান, কর্ণাটকের হোসপেট, হরিয়ানার মনেসর, উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডা, হিমাচলের বাড্ডি মত শহরগুলি উৎপাদন শিল্পে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে এই সকল রাজ্যগুলো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে।এর মধ্যে কর মুকুব থেকে শুরু করে ভালো সড়ক ও রেল পরিবহন ব্যবস্থা।

গ্রেটার নয়েডায়, বৈদ্যুতিন পণ্য এবং অটোমোবাইল ক্ষেত্রে উৎপাদন ভাল পরিমাণে হচ্ছে।এখানে দক্ষিণ কোরিয়ার এলজি ইলেক্ট্রনিক্স, মোসার বেয়র, ইয়ামাহা, নিউ হল্যান্ড ট্রাক্টর, ভিডিওকন ইন্টারন্যাশনাল, শ্রী রাম হণ্ডা পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ও হোন্ডা সিয়েল গাড়ি তৈরি হচ্ছে। এগুলি তাদের নিজ ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি।

এখন, যদি আপনি হরিয়ানার প্রধান শিল্প নগরী মানেসারের কথা বলেন, তবে মানেসরে অটো এবং অটো যন্ত্রাংশ অনেকগুলি ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মারুতি সুজুকি, হোন্ডা মোটরসাইকেল ও স্কুটার ইন্ডিয়া লিমিটেড। এগুলোতে দেশের হাজার হাজার লোক কাজ করে। আপনি মানেসারকে উত্তর ভারতের শ্রীপেরুম্বুদুর হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুম্বুদুরে, অটো সেক্টর থেকে কমপক্ষে ১২ টি বড় কোম্পানি উৎপাদন করে চলেছে। এবার মহারাষ্ট্রের চকানের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। চকান মুম্বই থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটিতে বাজাজ অটো এবং টাটা মোটরগুলির ইউনিট রয়েছে। আপনি বুঝতে পারেন যে এই দুটি বড় সংস্থার ইউনিট আসার পরে, চকান নিজেই একটি বিশেষ উৎপাদন কেন্দ্রের রূপ নিয়েছে। মহিন্দ্রও এখানে নিজস্ব ইউনিট স্থাপন করতে চলেছে। ভক্সওয়াগেনও এখানে এসে পৌঁছেছে। এটি অটো সেক্টরের একটি বড়ো সংস্থাও।

আসলে, এই উদাহরণগুলি দেওয়ার পিছনে উদ্দেশ্যটি হল যে কোনও দেশ বা রাজ্যে বিনিয়োগকারী তখনই আসে যখন তিনি বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা পান।দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগ উপরোক্ত হাবগুলিতে আসছে কারণ এই রাজ্যগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করেছে।ভারত কি করোনা পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগ নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারবে? অবশ্যই এটি করতে হবে।এটা অবশ্যই হচ্ছে। মনে রাখবেন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ছাড়া কোনও দেশই দ্রুত অগ্রগতির পথে হাঁটতে পারে না।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

লকডাউন : অসমের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে রাজ্যের অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি করোনা ভাইরাস রুখতে লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনীতিকে কীভাবে চাঙ্গা করা যায় তা নিয়ে অসমের ৩৫ জন অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। গুয়াহাটির খানাপাড়ায় অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ৩৫ জন অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এদিনের আলোচনার টেবিলে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম। আলোচনায় প্রত্যেক অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে বহু মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেছেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা।

আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, 'আমরা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারব। আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব। আমাদের যুব প্রজন্মের মধ্যে দৃঢ়তা এবং সংকল্প আছে। আমাদের জলবায়ু, মাটির উর্বরতা আছে। প্রাকৃতিক এই সম্পদগুলির সদব্যবহার করতে হবে।'

রাজ্যের ৩৫ জন অর্থনীতিবিদ কী কী পরামর্শ দিয়েছেন তা-ও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, করোনা ভাইরাস সৃষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করতে অর্থনীতিবিদরা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, ইতিমধ্যেই কৃষি ক্ষেত্রের কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের গ্রিন জোনগুলিতে দোকানপাট খুলে দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ধাপে ধাপে কী ভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সে সম্পর্কেও পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, অর্থনীতিবিদদের কথায় যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তাতে উঠতি প্রজন্মকে কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এর ফলে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। তাঁদের পরামর্শ মতেই পরিকল্পনা করে আগামী দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে হবে। অর্থনীতিবিদরা ব্লক পর্যায়ে টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি ১০০ দিনের কর্ম সংস্কৃতি হাতে নেওয়ার কথা বলেছেন তাঁরা। কৃষি খণ্ড, উদ্যান শস্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অসমের দক্ষতাসম্পন্ন যুব প্রজন্মকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

এছাড়া উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতির পরিকাঠামো শক্তিশালী করে তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন। যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের রাজস্বের অর্থ খরচ হবে সেই সব ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হ্রস্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করে যেভাবে উঠে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

করোনা- আজ কাল পরশু এবং ....

শান্তনু রায়

দেশব্যাপী লকডাউনের একমাস অতিক্রান্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের এক সপ্তাহও। ২৭ এপ্রিল পুনরায় সব মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স রাজ্যগুলির মতামত জানার পর অবস্থা পর্যালোচনা করে, মে'র পর লকডাউনের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করা হবে কিনা এবং কতদিন বৃদ্ধি করতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে হয়ত অনুমান করা যায় যে মে মাসের ৩ তারিখের পর লকডাউন পুরোপুরি উঠে যাবে না, বিশেষত আগামী মাসের প্রথম দুটি সপ্তাহ সংক্রমনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্তার অধিকর্তা ইতিমধ্যেই এক সতর্কবাণীতে বলেচেন করোনা ব্যাধি সহজে যাবে না, অনেকদিন থাকবে, অতএব রাশ আলগা করা চলবে না এবং আত্মতুষ্টির স্থান নেই কারণ অনেক দেশই এখনো মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে আছে।

ইতিমধ্যে আক্রমণন্তের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও বিশাল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে সংখ্যাটা তেমন ভয়াবহ হয়ত নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে পরীক্ষার হার আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনো যথেষ্ট কম। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অবশ্য করোনা ব্যধি মোকাবিলায় ভারতসরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। একথাও উল্লেখ করার মত যে ইউরোপ আমেরিকা যথাসময়ে সিক্ষা না দিলেও আমরা হয়ত অনেকটাই নিয়েছি। আন্তর্ঝাতিক উড়ান বন্ধ করা, এই বিশাল দেশেও কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা এবং অবশেষে লকডাউন---সবই নেওয়া হয়েছে ধাপে ধাপে।

তবুও কখনো তড়িঘড়ি লকডাউন জারির অভিযোগ ওঠে, কখনো প্রশ্ন ওঠে বিদেশ তেকে এদেশে সংক্রমন আরম্ভ হওয়ার সংবাদ পেয়ে এ রোগের আসন্ন সম্ভাব্য সুনামি আনজাদ করে সরকারের তরফে কি আরো একটু আগে প্রস্তুতি আরম্ভ করা যেত না।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ অজানা ছিল নতুন এই বাইরাসের গতিপ্রকৃতি ও ভয়াবহতা— এদেশবসী, রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের কাছেও । চিন থেকে এ ভাইরাসের উৎপত্তি হলেও ইউরোপ ঘুরে এদেশে আসায় এর প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে বলে অনুমান অনেক বিশেষজ্ঞের। আবার দক্ষিণ কোরিয়া মডেলের কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও বাস্তবে এই বিশাল জনসংখ্যার দেশে জনে জনে পরীক্ষা করা কতখানি সম্ভব সে প্রশ্ন থেকেই যায়, প্রধানত কিটের অপ্রতুলতার সমস্যার (অন্যান্য অনেক দেশের মত) কারণে। অন্যদিকে আপাত উপসর্গহীন বিরাট সংখ্যক আক্রান্তদের (৮০ শতাংশ) নিয়েও সমস্যা। তার উপর আছে বিভিন্ন 'ঝামেলা'র ভয়ে অনেকেরই প্রাথমিকভাবে তথ্য গোপনের প্রবণতা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেই সবাইকে একজোট হয়ে এই বিশাল দৈত্যের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত সরকারের সামগ্রিক প্রয়াসে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

এমন বিপন্ন সময়ে ভযাবহ বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশ আজ মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ, বালবাসায় না হোক ভয়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সামিল হয়েছেন হয়ত নিজ নিজ তরিকায়। এর মধ্যে যে রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ নেই এ হয়ত জোর দিয়ে বলা যায় না। আবার এই যুদ্ধে সব রাজ্যের অবস্থা যে একই রকম বা সকল রাজ্য সমানভাবে সফল তেমনটি নয় পরীক্ষিত মানুষের সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যু সংখ্যার নিরিখে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্যও বিদ্যমান।

কেন্দ্রনীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিধ অভিযোগের সারবত্তা অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়। দেরিতে সরকারের টনক নড়ার অভিযোগকারীদের মধ্যে আছেন তারাও একমসয়ে যারা মনে করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের বুরুদ্ধে যাবতীয় বিক্ষোভ আন্দোলন প্রধানত সি এ ও এনআরসি বিরোধীতা থেকে নজর ঘোরানোর উদ্দেশ্যে করোনার প্রাদুর্ভাবের ভয়াবহতা প্রচার করা হচ্ছে। তবে তারাও হয়ত পরবর্তীতে উদ্ভুত অবস্থার বয়াবহতায় সময়ের দাবিতে এবং সংক্রমণের ব্যাপকতা অনুমানে এ যুদ্ধে দ্রুত তৎপর হতে বাধ্য হয়েছেন। এর সাথে রাজনৈতিক বিচারে আসন্ন পুর নির্বাচন বা বছর খানেকের ব্যবধানে বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়টিও (অনেকের মতে সৌজন্যে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কিশোর মহাশয়ের টিউটোরিয়ালের সময়োপযোগী সাজেশানও) বিবেচনায় আদৌ আসেনি তা জোর দিয়ে বলা হয়ত যাবে না। হয়ত সে কারনেই প্রারম্ভিক তৎপরতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সদর্থক পদক্ষেপ রাজনৈতিক ভিন্নতা নির্বিশেষে অতীব প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য প্রতিভাত হলেও ক্রমে যেন তা সুদূরপ্রসারী কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আত্মপ্রচার সর্বস্বতায় পর্যবসিত হতে লাগল। আমাকে দেখুন এমন অভিব্যক্তি প্রাথমিকভাবে আকর্ষণীয় ও আত্মবিশ্বাসের সূচক বোধ হলেও বারংবার এই পদ্ধতি অবলম্বন যে কৃত্রিম আচরণ ও আত্মপ্রচারের প্রকৌশল তা প্রকট হয়ে ওঠে অনেকের কাছেই— বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিদিনই একই পুরোন বক্তব্য অল্প সময়ের ব্যবধানে বহুলব্যয়ে বারংবার বিজ্ঞাপিত করাও। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদন্দ্বী রাজনৈতিরক শক্তি ও আঁচ করে নেমে পড়েছে 'কৃতিত্বের' অংশীদারিত্বের দাবিতে। তালি তো এক হাতে বাজে না— মোদিজীর আহ্বানে তা দিতে গেলেও।

আবার হয়ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বরিস জনসনের মত এদেশে কেবলমাত্র নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিই নার্সিসাস কমপ্লেক্সে আচ্ছন্ন —এমনটি নাও বোধ হতে পারে একটু সচেতন নজরে। বাস্তবে বিশিষ্ট হওয়ার পুপ্ত বাসনার এই দপ্তর চলতি সময়ের অধিকাংশ রাজনীতিকের মধ্যেই হয়ত কমবেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এমন অভিলাষী নেতৃত্বের 'আমি তোমাদেরই লোক' এ অপ্রিতিদন্দ্বী ভাবমূর্তিও মাঝে মধ্যে বিড়ম্বিত হয় এ অনুসরনে 'ফিল্ড প্রস্তত করতে প্রয়াসী স্থানীয়স্তরে অনুগামী উঠতি নেতাদের 'ত্রাণ দান' করার মাহাত্ম প্রদর্শনের ছবি ক্যামেরাবন্দি করে উপভোগ করার লক্ষ্যে বিবিধ কাজকর্মে । এভাবে শীর্ষ নেতৃত্বের স্থিরীকৃত টার্গেটও অর্জিত হল, নিজের সুপ্ত লক্ষ্যও। কিন্তু ভুখা মানুষের পেট হয়ত এ রাজনীতির বিভেদ মানে না। বর্তমান অবস্থায় নাজেহাল সাধারণ মানুষজনেরা চায় দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে, রাজনৈতিক তরজায় নেই ঔৎসুক্য ও সময়ও কারণ যুদ্ধ একেবারে দোরগোড়ায়।

কিন্তু এমন একটি মারণরোগের অতিমারী প্রকোপের বিরুদ্ধে বিবিধ সীমাবদ্ধতা ও সরকারীস্তরে অদুরদর্শিতা এবং প্রাথমিক তৎপরতার অভাব সত্ত্বেও ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও ব্যাপক প্রাণহানির আশঙ্কায় এদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা লড়াইয়ের মাঝেও ব্যক্তি নাগরিকের বা সংগঠনের কোন কোন অবিবেচক অপরিনামদর্শী বেপরোয়া মনোভাব যে কত বিড়ম্বনা ও বিপদ বাড়িয়ে তোলে হাতের কাছেই এর সদ্য সদ্য নজির আছে।

ইতালির ঘটনাবলীতে শিক্ষা না নিয়ে এ দেশের অন্যন্য অনেক স্থানের মত এরাজ্যেও বিভিন্ন বাজোরে একসঙ্গে বহুমানুষর উপস্থিতি এবং বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে গা ঘেঁষঘেষি করে কোনাকাটা নিয়ে বিভিন্ন মহলের চেতাবনির পরও প্রচুর জনসমাগম হয় উত্তর চব্বিশ পরগনার এমন একটি সাপ্তাহিক হাটে যথাযথ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সুযোগে হাজার হাজার মানুষের যে জমায়েত হয়েছিল সামাজিক সংক্রমনের সম্ভাবনা উপেক্ষা করে তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। এ ঘটনা সাধারনের সচেতনার অভাবের সাতে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের নিষ্ক্রিয়তারও উদাহরণ বটে। অতি সম্প্রতি অবশ্য উত্তর চব্বিশ পরগনার সব হাট ও বড় বাজার নিষিদ্ধ হয়েছে প্রশাসনিক নির্দেশে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত এখন স্টেজ -থ্রি এর দ্বার প্রান্তে বলে অনেকের অভিমত। দেশের এ রাজ্যের এমনকি এ শহরের কিছু অ ঞ্চল রেডজোনের অন্তর্ভুক্ত যেখানে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা হয়েছে। কঠোর ভাবে লকডাউন বিধি পালন এসময় একান্ত জরুরি অন্য কোন পন্থা নেই। কিন্তু দীর্ঘ লকডাউন ভারতের মত দেশে বজায় রাখা সহজসাধ্য নয়। আবার অন্যদিকে একথাও ঠিক কঠোরভাবে লকডাউন বিধি মানার উপরেও নির্ভর করে এর মেয়াদ দীর্ঘায়িত হওয়া না হওয়ার প্রশ্নটি। তবে এ মানরব্যধির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হতে গেলে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনার গ্রহণ জরুরি বিধায় তথ্যের স্বচ্ছতা এখটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রিপোর্ট কার্ড ভালো সেখানোর লক্ষ্যে তথ্যগোপন করলে আখের ভীষণ বিপদ হতে পারে, এভাবে বালিতে মুখ গুজে থাকার পরিনতিতে অধিকতর বিপন্ন সময় ত্বরান্বিত হতে পারে। করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যার ব্যাপারে তথ্য গোপনের এবং রেশন ব্যবস্থায় দূর্নীতির অভিযোগ উঠছে বিরোধী মহল থেকে। সব অভিযোগ সর্বাংশে সত্য না হলেও সম্পূর্ণ অসত্য এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে।

কোন এক দৈনিকের প্রতিবেদনে কোমবিডিটির কারণ দেখিয়ে মৃতদের সংখ্যার হেরফের করার বিরুদ্ধে আপত্তিকে বালাকোটে ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে নিহতদের লাশ গোনার সাথে তুলনা করে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যিই বর্তমান পরিস্থিতি বালাকোটের ঘটনার লাশ গোনার মত নয়—বরং তার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি এব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যান। সহনাগরিকদের মধ্যে কতজনের এই মারণব্যধির করাল থাবায় প্রাণ গেল, প্রশাসনের কোন গাফিলতি না থাকলেও বা সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তা জানার অধিকার উৎকন্ঠিত রাজ্যবাসীর থাকতেই পারে। কোন এক বহুল প্রচারিত দৈনিকের নিবন্ধের বক্তব্য—করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা তিন, ছয়, সাত যাই হোক না কেন তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তাই? এটি কেবল ক'টি লাশের সংখ্যার সরল বিষম মাত্র? এর মধ্যদিয়ে এক অতি সংবেদনশীল বিষয়ে সংখ্যাতত্ত্বের ধাঁধাঁর আড়ালে থাকা শাসকের (নন্দীগ্রাম পর্বে তৎকালীন শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী) মনোভাব ও লক্ষ্য কি পরিস্ফুট হয় না।

প্রসঙ্গত বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির এমনকি এদেশেরই অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানে করোনায় এযাবত আক্রান্তের, সুস্থ হয়ে ওঠার এবং মৃত্যুর সংখ্যার উল্লেখ থাকে।

করোনার কারণে মৃত্যু বা আক্রান্ত সংক্রান্ত তথ্য, যত নির্মম বা বেদনাদায়কই হোক না কেন, সরকারি পরিসংখ্যানে সঠিকবাবে ঠাই পেলে সরকারের প্রচেষ্টা খাটো তো হয়ই না বরং সরকারি পরিসংখ্যানে পরমিলের সুযোগে সন্দিগ্ধ মনে গুজব ছড়ানোর প্রচেষ্টাও দূর হয়। অন্যদিকে তথ্য লুকোছাপা না করে মানুষের সমানে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে তাদেরকে প্রানিত করেই মানসিকভাবে প্রস্তুত সমগ্র সমাজকে সাথে নিয়েই রাষ্ট্রকে রাজ্যেক এগোতে হবে এ দীর্ঘলড়াইএ। মানবসভ্যতার পক্ষে বিশ্বত্রাস ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি কৃতিত্ব বা ইগোজনিত অভিমান গৌণ। কিন্তু তবু যেন এক ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাব। এজন্যই কি সরেজমিনে খোঁজ খবর নিতে বিধি অনুসারে গঠিত আন্ত-মন্ত্রক কেন্দ্রীয় দল খবর না দিয়ে পরিদর্শনে আকস্মিক চলে আসায় অস্বস্তি অগ্রস্তুত ভাব কাটাতে কাল হরণে প্রাথমিকভাবে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ও কিছু কড়া প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া জানাতে হয়। লকডাউনে কোন ঢিলেঢালা ভাব বেআররু হয়ে যাওয়ার শংকায় এতদিন পরেও নগর কোলকাতার বিশেষ কিছু অঞ্চলে যেতে হয় লকডাউন মানার ডাক দিতে। কিন্তু এও তো সত্য করোনা মোকাবিলায় সরকার অনেক সদর্থক কাজ করেছেন যা কেন্দ্রীয় দল দেখলে লাভ বই ক্ষতি নয়। আর যা সত্য তা অপ্রকাশ্য থাকে না বেশিদিন।

এও ঘটনা যে করোনার বিরুদ্ধে এলড়াইয়ে মানুষেরই জয় হবে। এক দিন এ ঝন থামবে। তবে পৃথিবী আবার একটু শান্ত হয়ে এ গভীর অসুখ নিরাময়ের পথে অগ্রসর হলেও হয়ত আজকের এই চেনা সামাজিক পরিকাঠামো অপরিবর্তিত নাও থাকতে পারে। সামাজিক বিন্যাসেরও কিঞ্চিৎ হেরফের ঘটতে পারে।

দীর্ঘদিন লকডাউন চললে কলকারখানা বন্ধ থাকায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি অচল হয়ে যাওয়ায় একদিকে উৎপাদন ব্যাহত হয় অন্যদিকে এর ফলস্বরূপ প্রচুর মানুষের কর্মহীন হওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ইতিমধ্যেই এর প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়ছে। যদিও এ মুহূর্তে অর্থনীতির চেয়ে নাগরিকদের প্রাণ রক্ষার প্রশ্নই অধিক জরুরি তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে লকডাউন কার্যকরী করার পাশাপাশি লকডাউনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনুমানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ভাবনাচিন্তা এখন থেকেই করা উচিত। রাষ্ট্রীয় কর্নধারদের ভাবনায় নিশ্চয়ই ব্যাপারটি আছে। ২০ এপ্রিল থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রকে লকডাউনের আওতা থেকে ছাড় দেওয়ায় এ কিঞ্চিত পরিস্ফুট । এ প্রসঙ্গে একথাটিও স্মরণ করা উচিত যে কৃষিনির্ভর ভারতীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধে গ্রামীণ ভারতকে এ মারণব্যধির প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সথোচিত পদক্ষেপ ও দায়িত্ব গ্রহণ একান্ত প্রায়োজন।

মারণ ব্যাধি করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করা এবং তা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের বাণিজ্যিক আগ্রাসন সম্পন্ন করার অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি উঠছে (হয়ত সঙ্গত কারণেই) । এ ভাইরাসের উৎপত্তি চিনের উহান প্রদেশে অবস্থিত ল্যাবরেটরিতে এবং চিন তখন সেদেশে এ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা গোপন করেছিল বলে অভিযোগ বিশ্বজনমতের একাংশের। এখন আবার চিনা কিটে বিপত্তি চিনা ভাইরাসের (এ মান্যকারীদের মনোবেদনা দূর করতে এ ভাইরাসের নামকরণ হয়েছে কোভিড-১৯ যদিও জাপানি-এস্কেফেলাইটিস বা স্প্যানিশ ফ্লু নির্দ্বিধায় উচ্চারিত হয়) মত। চিনের সঙ্গে ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্পর্ক বহ প্রাচীন হলেও ভারতও চিনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের উত্থান পতন হয়ছে একাধিকবার, সাম্প্রতিকেও কারণ এশিয়ায় চিনের একমাত্র প্রতিদন্দ্বী ভারত---করোনা পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির পরিসরেও হয়ত এর বিশেষ পরিবর্তন হবে না। ইতিমধ্যেই এই ডামাডোলের মাঝেই বিশ্ববাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের অঙ্গ হিসেবে এদেশেরও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে চিনের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপে সতর্ক ভারত কিছু নিবারণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় চিন না- খুশ হয়েছে। -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

পাকিস্তানে ১৪ হাজার ছড়াল করোনা-সংক্রমণ মৃত্যু ৩০১ জনের

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৪, ০৭৯-এ পৌঁছেছে। এখনও আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশেই, সেখানে সংক্রমিত ৫,৬৪০ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৪,৯৫৬ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১,৯৮৪, বালোচিস্তানে ৮৫৩, ইসলামাবাদে ২৬১, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩২০, আজাদ কাশ্মীরে ৬৫। সংক্রমণ বাড়ছে, একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩০১ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৯১, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১০৪, বালোচিস্তানে ১৪, ইসলামাবাদে ৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৬৩ জনের, জার্মানিতে করোনায় মৃত বেড়ে ৫,৯১৩

বার্লিন, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে রোজই করোনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ১৬৩ জন। ২৭ এপ্রিল সারা দিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১,১৪৪ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৫৬,৩৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫,৯১৩ জনের।

মঙ্গলবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৪৪ জন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ১৬৩ জন। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৫,৯১৩ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫৬, ৩৩৭ জন।

ত্রয়োদশ দিনেও করোনায় মৃত্যু হয়নি চিনে,নতুন করে আক্রান্ত ৬ জন

বেজিং, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর এখন স্বস্তির আবহে দিন কাটাচ্ছে চিন। স্বস্তি অবশ্য পুরোপুরি মেলেনি। পরপর ১৩ দিন মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গিয়েছে চিনে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশ নিম্নমুখী। সোমবার সারা দিনে চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৬ জন। নতুন করে মৃত্যুর কোনও খবর নেই।

মঙ্গলবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার (২৭ এপ্রিল সারা দিনে) মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ জন, এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮৩৬। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩৩-তেই থমকে গিয়েছে।

আক্রান্তের লাফ লম্বা হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে করোনা-হানায় মৃত্যু বেড়ে ২১০,৮০০

ওয়াশিংটন, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-গ্রাসে গোটা বিশ্ব। নানান বিধিনিষেধ, সামাজিক দূরত্ব, লকডাউন সতর্কতার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও করোনাভাইরাসের থাবায় এখনও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২১০, ৮০০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩ মিলিয়নের বেশি।
২৮ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২১০,৮০০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮৭,০২২, ইতালিতে সংক্রমিত ১৯৯,৪১৪, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৯, ৪২২, ফ্রান্সে ১৬৫,৯৬২ এবং জার্মানিতে ১৫৮,৪৩৪ জন।

"এবার কি মন্বন্তর দেখা দেবে?" : কৌশিক সেন

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): বাবা-মা শ্যামল-চিত্রা সেন, স্ত্রী-পুত্র রেশমি-ঋদ্ধি এবং নিজে, আদ্যোপান্ত নাটকের পরিবারের সদস্য কৌশিক সেন। তার চেয়েও বড় পরিচয়, প্রতিবাদের মুখ হিসাবে নিজের একটা স্বতন্ত্র ছবি তৈরি করেছেন জুলিয়েন ডে স্কুলের এই প্রাক্তনী। অভিনয়ে উৎকর্ষতার জন্য বিএফজেএ-সহ একাধিক মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এম বাইপাস সংলগ্ন পূর্বালোকে চারতলা একটি আবাসনের টপ ফ্লোরে লকডাউনে বন্দী কৌশিকবাবু। মাসখানেকের ওপর হয়ে গেল এই জীবন। কেমন লাগছে? এই প্রতিবেদককে জানালেন, "আমাদের তো শুটিং-নির্ভর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। খুব অনিশ্চিত। এই তো লকডাউনের আগেও কৌশিক গাঙ্গুলীর আউটডোরে শুটিং চলছিল। প্রায় সর্বক্ষণ ক্যামেরার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত থাকতে হয়। স্ত্রী সিরিয়ালে কখনও কখনও ১৪ ঘন্টা দিনে পরিশ্রম করেন। কিন্তু এখন তো এ সব নেই।" পরিবর্তে কী করছেন? কৌশিকবাবুর জবাব, "টিভি, নেটফ্লিক্স দেখছি। বেশ ক'টা অসামান্য ছবি এই সময়ে দেখলাম। সপরিবারে একসঙ্গে এতদিন আগে কাটাইনি।"
গান শুনছেন? কৌশিকবাবুর জবাব, "আমি অতটা শুনছি না। তবে, স্ত্রী আর ছেলে প্রচুর শুনছে। আমি পড়াশোনা আর লেখাতেই সময়টা দিচ্ছি।" কোন সমস্যা বেশি হচ্ছে? শ্বাশুড়ি সরসুনায় আর মা ভবানীপুর/হাজরায় থাকেন। দুজনেরই দেখাশোনার লোক আছে। তবে, ওঁদের ওষুধ-বাজার এগুলো আমাদের দিয়ে আসতে হয়। আগে ঘন ঘন যেতাম। এখন দু'সপ্তাহে একবার যাওয়ার অবকাশ পাচ্ছি।' লকডাউনের মেয়াদ কি বাড়ানো উচিত? কী মনে হয়? কৌশিক সেন বললেন, "কত লোক কী সাঙ্ঘাতিক পড়েছে। এটা কিন্তু ভেবে দেখতে হবে। প্রশ্ন উঠছে এবার কি মন্বন্তর দেখা দেবে? বেশিদিন এভাবে আটকে রাখলে তো মুস্কিল!" কিন্তু লকডাউন তুলে দিন যে পরিণতি হবে, সেটাও কি স্বস্তিকর হবে? প্রশ্নের উত্তরে কৌশিকবাবুর জবাব, "না সেটাও তো ভেবে দেখার ব্যাপার!"

মঙ্গলবার বোধজং নগরে যানবাহন স্যানেটাইজ করা হচ্ছে। ছবি নিজস্ব।

করোনা ঃ ভারতে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই সহ দেশের নানা শহরে লকডাউনের কারণে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দেশে ফেরানোর বন্দোবস্ত করছে শেখ হাসিনা সরকার। প্রবীণ, চিকিৎসার কাজে আসা নাগরিকদের এব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বিশেষ বিমানের ছাড়পত্র পেলেই এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে বলে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে মে মাসের গোড়ায় এই তিন শহর থেকে বিশেষ বিমানে তাঁদের ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা থেকে আপাতত ১ এবং ৩ মে দুপুর আড়াইটের সময় বিশেষ বিমান দুটি ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। এই দুই বিমানের টিকিট কাটতে ইচ্ছুক সে দেশের নাগরিকদের দ্রুত উপ-দূতাবাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ই-মেলের মাধ্যমে যাবতীয় নথি সহ নাম নথিভুক্ত করার জন্য যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দিল্লি ও মুম্বই থেকে যথাক্রমে ২ এবং ৩ মে বেলা আড়াইটের সময় ঢাকাগামী দুটি বিশেষ বিমান ছাড়বে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। এর আগে আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, ভুটান সহ কয়েকটি দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের সে দেশের সরকার এই ধরনের বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে নিয়ে গিয়েছে।

করোনার আড়ালে মানবাধিকার এখন সঙ্কটে : রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার

লস এঞ্জেলেস, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আড়ালে "আইনের নিয়ম" উপেক্ষা করা হচ্ছে। ফলে মানবাধিকার এখন রীতিমতো সঙ্কটে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপঞ্জ। সোমবার রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার হাই কমিশনার মিশেল বাচলেট ওই ধরনের দেশগুলির নাম উল্লেখ না করেই, সতর্ক করে বলেছেন, তাদের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তিনি আরও বলেছেন, জরুরি অবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত।

উল্লেখ, এই মুহূর্তে করোনা-গ্রাসে গোটা বিশ্ব। নানান বিধিনিষেধ, সামাজিক দূরত্ব, লকডাউন সতর্কতার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও করোনাভাইরাসের থাবায় এখনও ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২১০,৮০০-তে পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩ মিলিয়নের বেশি। ২৮ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২১০,৮০০।

নব্বই ঘণ্টা পরও হদিশ নেই হারাঙ্গাজাওয়ের অপহৃত সন্তোষের

হাফলং (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ কাণ্ডে এবার সরব হল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা সর্বোচ্চ সংগঠন সহ ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় রক্ষী কমিটি। মঙ্গলবার ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের হাফলং সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং বলেন, হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডি হাওরের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করা হয়েছে ৯০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পুলিশ অপহৃত সন্তোষ হোজাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে যদি সন্তোষ হোজাইকে উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়, তা হলে ডিমাসা ছাত্র সংস্থা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রমিত সেংইয়ং হারাঙ্গাজাও থানার ওসি অংশু রাজকুমারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বলেন, সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণজনিত ঘটনার এজাহার নিতেই তিনি প্রথমে রাজি হননি। উলটে তিনি সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রীকে এ নিয়ে চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে জাদিখে নাইশ হসমের সভাপতি তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় রক্ষী কমিটির সভাপতি ফ্রেজার সেংইয়ং বলেন, কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। এই অবস্থায় জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে কোনও ব্যক্তির চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এই লকডাউনের সময় এত কড়া প্রহরার মধ্যে একটি বলেরো গাড়িতে পাঁচ জনের দুষ্কৃতী দল সন্তোষ হোজাইয়ের বাড়িতে এসে অনায়াসে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় কি করে। এতেই বোঝা যায় যে ডিমা হাসাও জেলায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ।

এই অভিযোগ করে ফ্রেজার বলেন, এর আগেও পাহাড়ি জেলায় আমরা অনেক খারাপ সময় দেখেছি। কিন্তু এত সবের পরও অসমের এই পাহাড় জেলায় দীর্ঘদিন পর শান্তি ফিরে এসেছে। এমন-কি উন্নয়নের পথও অনেকটা **ছয়ের পাতায় দেখুন**

সংক্রমণ এড়িয়ে লকডাউন ভঙ্গকারীদের ধরতে অভিনব পন্থা

চণ্ডীগড়, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনা আবহে সংক্রমণ এড়িয়ে লকডাউন ভঙ্গকারীদের ধরতে অভিনব উদ্যোগ চণ্ডীগড় পুলিশের। প্রশাসন এক নতুন ধরনের ডিভাইস তৈরি করেছে।যার সাহায্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পুলিশ আইন অমান্য কারীদের ধরে ফেলতে পারবেন।

করোনা মোকাবিলায় দেশ জুড়ে চলছে লক ডাউন। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ কয়েকজন মানুষ এই নিয়ম না মেনে রাস্তাতে বেরিয়ে পরছেন। সেই সকল মানুষকে ধরার জন্য এবং রাজ্য জুড়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য এক নতুন ধরনের ডিভাইস ব্যাবহার করছে চণ্ডীগড় পুলিশ। প্রশাসনের তরফ থেকে রড দিয়ে এক নতুন ধরনের ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে। এই রডের মুখে লাগান অংশ যারা লক ডাউন অমান্য করবেন তাদের কোমরে আটকে যাবে। ওই ডিভাইসের অপর প্রান্ত থাকবে পুলিশের হাতে। অর্থাৎ না ধরেও পুলিশ আইন অমান্য কারীদের ধরে ফেলতে পারবেন।

চণ্ডীগড় পুলিশ প্রধান এই ডিভাইসের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছেন। আর এও জানিয়েছেন কিভাবে আইন ভাঙলে এই ডিভাইস দোষীদের ধরবে। ক্যাপশনে লিখেছেন সন্দেহভাজন ব্যাক্তি এবং আইন ভঙ্গকারীদের ধরার জন্য ভালো উপায়। এই ডিভাইস বানিয়েছেন চারজন পুলিশ আধিকারিক।

মঙ্গলবার রাজ ভবনের পক্ষ থেকে শিবনগর এডিসি ভিলেজে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ হয়েছে।

করোনা-তাণ্ডবে আতঙ্কে ভারত : বেড়েই চলেছে মৃত্যু-সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না ভারতে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্র, দিল্লি, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে ফের বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যা।

মহারাষ্ট্র : মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। মঙ্গলবার সকাল দশটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-৩৬৯ এবং ৮৫৯০।

দিল্লি : রাজধানী দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯০ জন। নতুন করে ১৯০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১০৮।

মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩১০৮। নতুন করে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১৯০। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৮৭৭ জন, ১১ জন ভেন্টিলেটরে। দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ জনের। বিগত ১৩ দিনের মধ্যে যা দ্বিগুন।

রাজস্থান : এক ধাক্কায় রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৬ জন। নতুন করে ৬৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৩২৮। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাজস্থানে নতুন করে ৬৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৬৬ জনের মধ্যে জয়পুরে ১৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ১৩ জন, কোটায় ১৯ জন এবং আজমের-এ ১১ জন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৩২৮-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে কোটায়। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৬৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ৫১ জনের।

অন্ধ্রপ্রদেশ : অন্ধ্রপ্রদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২ জন। ফলে কর্ণাটকে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১২৫৯, মৃত্যু হয়েছে ৩১ জনের।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ক্রমশই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৩৪০-এ পৌঁছেছে। রাজ্যে করোনা-প্রকোপ সর্বাধিক ইন্দোর, ভোপাল, উজ্জয়িনী এবং জব্বলপুরে। ইন্দোরে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৫ জন, ভোপালে ২১ জন, উজ্জয়িনীতে ১৩ জন, জব্বলপুরে দু''জন এবং রায়সেন-এ একজন আক্রান্ত হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা ৬৩-তে পৌঁছেছে।

উত্তর প্রদেশ : উত্তর প্রদেশের আগ্রায় নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮ জন। ফলে আগ্রায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৮৯। আগ্রায় সুস্থ হয়েছেন ৫৪ জন।

ওড়িশা : ওড়িশায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ জন। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১৮। পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সুন্দরগড়ে ৪ জন এবং উপকূলবর্তী জেলা ভদ্রকে ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

সকলের জন্য স্বাদে তৈরি মজাদার কিছু ঝাল আচার

উপকরণ-পাকা লাল টম্যাটো ৫০০ গ্রাম গোটা পাচফোঁড়ন ১ চামচ গোটা শুকনোলঙ্কা ৫-৬ টা কালো সরিষাবাটা ৫০ গ্রাম কাচালঙ্কাবাটা ৫-৬ টা শুকনো খোলায় ভাজা পাঁচফোঁড়ন ও শুকনো লঙ্কাগুড়ো ২৫ গ্রাম হলুদগুড়ো সামান্য সরিষার তেল প্রয়োজনমতো নুন ও চিনি স্বাদমতো।

পদ্ধতি- প্রথমে টম্যাটোগুলি ভালো করে ধুয়ে চার ফালি করে কেটে রাখুন। তারপর একটা বড় বোলে টম্যাটোর টুকরোগুলি নিন। তারপর এতে এক এক করে স্বাদতো নুন হলুদগুড়ো গোটা শুকনোলঙ্কা সরিষার তেল কালো সরিষাবাটা কাচালঙ্কাবাটা ভাজা পাচফোঁড়ন ও শুকনোলঙ্কাগুড়ো দিয়ে টম্যাটোর টুকরোগুলির সঙ্গে খুব ভালো করে মশলা মিশিযে জল শুকনো পর্যন্ত রোদে দিন। তারপর কড়ায় তেল গরম করে গোটা পাঁচফোড়ন দিয়ে মশলা মাখানো টম্যাটোর টুকরোগুলো ঢেলে দিন। তারপর কড়ায় তেল গরম করে গোটা পাচফোড়ন দিয়ে মশলা মাখানো টম্যাটোর টুকরোগুলো ঢেলে দিন। এরপর এতে অল্প জল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে স্বাদমতো চিনি মেশান। নাড়তে থাকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর ফুটে ঘন হয়ে আচার তৈরি হয়ে গেলে ১-২ চামচ শুকনো খোলায় ভাজা পাঁচফোড়ন ও শুকনো লঙ্কাগুড়ো ছড়িয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুণ এবং শুকনো জারে ভরে রাখুন মাঝে মাঝে রোদে দিন।

টম্যাটোর চাটনি

উপকরণ পাকা লাল টম্যাটো ২৫০ গ্রাম, আমসত্ত্ব ১০০ গ্রাম, কিশমিশ ২৫ গ্রাম ভাজা পাচ ফোঁড়ন গুড়ো ১ চামচ হলুদগুড়ো সামান্য গোটা সরিষা ১ চা চামচ নুন ও চিনি স্বাদমতো।

পদ্ধতি- প্রথমে টম্যাটো টুকরো করে কেটে নিন। আমসত্ত্ব চৌকো করে কেটে রাখুন। এবার পাত্রে তেল গরম করে গোটা সরিষা ফোড়ন দিয়ে টম্যাটো হলুদগুড়ো ও স্বাদমতো নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। টম্যাটো সিদ্ধ হয়ে গেলে আমসত্ত্ব ও কিশমিশ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে চিনি ঢেলে দিন। ফুটে ঘন হয়ে গেলে ওপরে ভাজা পাচফোঁড়নগুড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। খাওয়ার শেষে পাপড় ভাজা সহযোগে পরিবেশন করুণ টম্যাটোর চাটনি।

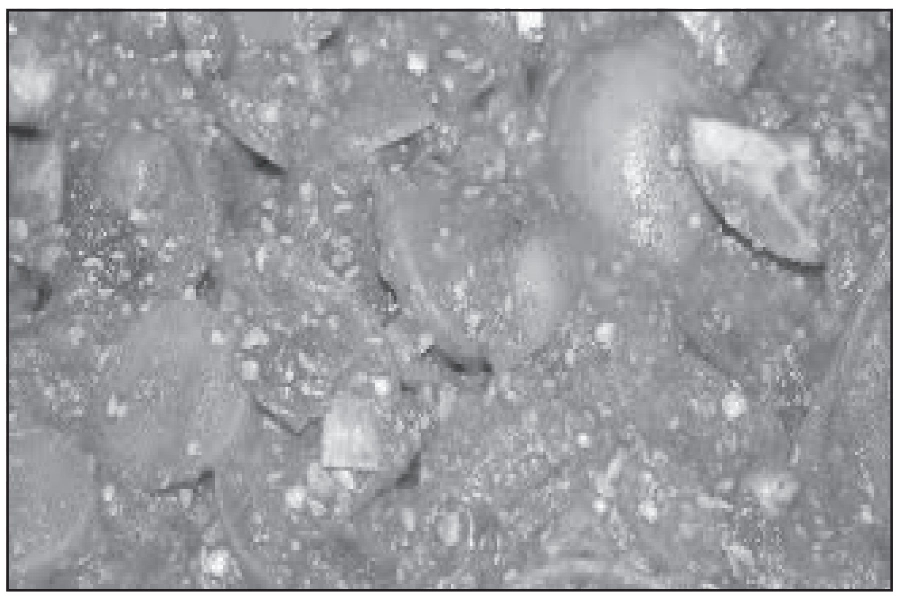

শুষ্ক ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা বেশ উপকারী

স্বাস্থ্য ও ত্বকের যত্নে উপযোগী অ্যালোভেরা বালংয় বা ঘৃতকুমারী নাম পিরিচত। রূপচর্চাবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানানো হয়, এতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল উপাদান। যা খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তেমননি ত্বকের যত্নেও সমানভাবে কার্যকর।

ময়েশ্চারাইজার ঃ শুষ্ক ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা বেশ উপকারী। পুষ্টি প্রদানের মাধ্যমে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রেখে কোমল রাখতে সাহায্য করে অ্যালোভেরা। তাছাড়া অন্যান্য তেল সমৃদ্ধ ময়েশ্চরাইজার ব্যবহার করলে ত্বক তেলতেলে হয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকে। অ্যালেভেরা ব্যবহার করলে হয় না। ময়েশ্চারাইজারের পাশাপাশি অ্যালোভেরা মেইকআপের আগে প্রাইমার হিসেবেও বাব্যহার করা যায়।

মেইকআপ রিমুভার ঃ সুন্দরভাবে মেইকআপ করার থেকে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ মেইকআপ রিমুভারের তুলনায় অ্যালোভেরা কার্যকর ও উপকারী মেইকআপ রিমুভার। বিশেষত চোখের মেইকআপ যেমন কাগজল, মাস্করা এবং শ্যাডো তুলে ফেলতে রাসায়নিক মেইকআপ রিমুভারের তুলনায় অ্যালোভেরা বেশি উপযোগী। এতে চোখের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ঘরোয়া স্ক্রাব ঃ ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে মৃতকোষ দূর করতে উপকারী স্ক্রাব তৈরি করতে অ্যালোভেরা ব্যবহার করা যায়। অ্যালোভেরার সঙ্গে চিনি বা কফি মিশিয়ে এক্সফলিয়েটর তৈরি করে নেওয়া যায়।

ভ্রু'র জেল ঃ চোখের ভ্রু সেট করতে বিভিন্ন জেল পাওয়া যায়। হাতের কাছে এমন জেল না থাকলে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যালোভেরা। পরিষ্কার মাস্কারার তুলি অ্যালোভেরা জেলে ডুবিয়ে তা ভ্রুতে বুলিয়ে নিন। এই ভ্রু একই রকম রাখতে সাহায্য করবে দীর্ঘক্ষণ।

পায়ের যত্নে ঃ পায়ের রুক্ষ ত্বক বা পা ফাটার সমস্যায় অ্যালোভেরা দারুণ উপযোগী। পায়ে ভারী করে অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঘুমানোর আগে মোজা পরে নিন এতে পা কোমল থাকবে।

রোদে পোড়া ত্বকের যত্ন ঃ অ্যালোভেরা জেলে রয়েছে ত্বক সুস্থ রাখার উপাদান। তাই এটি রোদেপোড়া ত্বক সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়ার ত্বকের লালচেভাব, জ্বালভাব বা অন্যান্য সমস্যা দূর করতেও এই জেল সহায়ক। আক্রান্ত ত্বকে ভারী করে জেল লাগিয়ে অপেক্ষা করুন। ক্ষতিগ্রস্ত ত্বক শীতল করতে সাহায্য করবে অ্যালোভেরা।

দাগ হালকা করতে সহায়ক ঃ অ্যালোভেরা জেল ত্বকের দাগ ছোপ, বণের দাগ, রোদপোড়া দাগ হালকা করতে সহায়ক। প্রতিরাতে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহারে দাগ হালকা হয়। এছাড়া চোখের নিচের কালি দূর করতেও এই জেল সহায়ক।

চিকেন ফ্লাওয়ার ডাম্পলিং

বিকালের নাস্তায় দারুণ একটি পদ। উপকরণ ঃ চিকেন কিমা ১ কাপ। বাসমতি চাল পরিমাণ মতো। আদা ও রসুন বাটা আধা চা চামচ করে। গোলমরিচ-গুঁড়া আধা চা-চামচ। সয়া সস ১ চা চামচ। টমেটো সস ১ চা চামচ। লবণ স্বাদ মতো। পেঁয়াজ ও মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ। খাবার রং সামান্য।

পদ্ধতি ঃ চাল এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর চাল থেকে জল ঝরিয়ে এক পাশে রেখে দিন। চাল বাদে বাকি সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটা হাতে অল্প করে নিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করে রাখুন। পদ্ধতি ঃ চাল এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। তারপর চাল থেকে জল ঝরিয়ে একপাশে রেখে দিন। চাল বাদে বাকি সব উপকরণ এক সঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটা হাতে অল্প করে নিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করে রাখুন। এখন বলগুলো চালে গড়িয়ে দিন।

একটি পাতিলে জল সিদ্ধ হতে দিন। সিদ্ধ জলের উপর কোনো স্টিলের ছিদ্র ছিদ্র করা পাত্র বসিয়ে বলগুলো চিদ্রযুক্ত পাত্রের উপর দিয়ে ঢেকে দিন।

এভাবে প্রায় ১০ মিনিট ভাপে সিদ্ধা করুন। তারপর নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন সস দিয়ে। বাজারে আজকাল এক ধরনের স্টিম করার পাত্র পাওয়া যায়। সেগুলো দিয়েও করতে পারেন এই চিকেন ডাম্পলিং।

নানান রোগের চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে

আবহাওয়া পরিবর্তন অসুস্থ হওয়ার পক্ষে একদম সঠিক সময়। এই সময় দিনেরবেলায় প্রচন্ড গরম হয় তাদের রাতের বেলায় ঠান্ডা পড়ে। আর এটা চট করে ঠান্ডা লেগে জ্বর হওয়ার আদর্শ পরিবেশ। যদি এই সময়দ কেউ এই সমস্যায় পড়েন তবে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ডালকামারা ৩০ খেতে হবে। এটা দিনে দু থেকে তিনবার খেলেই উপকৃত হবেন। যেহেতু রাত্রিবেলা ঠান্ডা হয় সেহেতু এইসময় রাতে হিমও পড়ে ফলে গলা ব্যথা, ঢোক গিলতে অসুবেধে হয় এইরকম সমস্যায় পড়লে হেপারসালফ খেতে হবে। এটা দিনে দু থেকে তিনবার খেলেই চলবে।

এই সময় নাক দিয়ে জল পড়া, টাকরায় জ্বালা জ্বালা ভাব অন্যতম সমস্যা। দেখা যায় গরম কিছু খেলে এহেন সমস্যা থেকে আরাম পাওয়া যায়। ধুলোবালি নাকেমুখে ঢোকার ফলে অনেক এহেন সমস্যায় ভোগেন। এক্ষেত্রে আর্সেনিক্যাব ৩০ দিনে দুই থেকে তিনবার খেলেই উপকার পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখা উচিত এই ওষুধটি বেলা বারোটা থেকে দুপুর দুটো এবং রাত বারোটা থেকে রাত দুটো এই সময়ে খাওয়া যাবে না। যেহেতু আবহাওয়ার পরিবর্তন এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেহেতু এইসময় হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে চোখমুখ লাল করে প্রচন্ড জ্বর হতে পারে। এই জ্বরের থেকে মুক্তি পেতে বেলেডোনা ৬ খেতে হবে। প্রয়োজন মতো প্রতমে পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর খেতে হবে। জ্বর একটু কমলে এক ঘন্টা অন্তর অন্তর খেতে হবে। পুজোর সময় পেটের প্রবলেম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই সময় ঘরেও যেমন মশলাদার খাদ্য খাবার হয় টিক তেমনি বাইরেও খেয়ে পেটের প্রবলেম হলে নাক্সভোম ৩০ দিনে দু থেকে তিনবার খেলেই হবে। আর বাইরের খাবার খেয়ে যদি পেটের প্রবলেম হয় তাহলে দিনে

দু থেকে তিনবার পালসিটিলা খেতে হবে। এছাড়া যদি পাতলা জলের মতো এবং আঁশটে গন্ধযুক্ত পায়খানা হয় তখন সালফার ৩০ খেতে হবে এবং পেটের প্রবলেম যখন জিব সাদা হয়ে যায় ও তার সঙ্গে জলের মধ্যে দানা দানা এইরকম পায়খানা হয় তখন অ্যান্টিমক্রুড খেতে হবে। আজকালকার দিনে রাতের ব্যথা বয়সে মানে না। তাই খিদের রাতের ব্যথা আছে তাদের অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি করার ফলে বাতের ব্যথা আবার জাঁকিয়ে বসে। সুতরাং বাতের রোগীরা যদি ব্যথা হলে ম্যাগফস ১২ এক্স এর আটটা বড়ি অথবা ক্যালসিফ্লোর ১২ এক্স এর আটটা বড়ি ঈষৎ উষ্ণ জলে গুলে খেলে উপকার পাবেন। এটা দিনে দু তিনবার খেলেই হবে। অনেকেই হার্টের সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু পুজোতে ঘুরতে ফিরতে ঠাকুর দেখতে আড্ডা মারতে সকলেরই ইচ্ছা করে। যদি পুজোর সময়া দেখতে দেখতে হঠাৎ কার বুকেরব্যথা অনুভব হয় তবে অ্যামাইলনিট ৩০ অথবা অ্যামাইলনিট ৬ খেতে হবে। এটা কার্ডিয়াক পেনের পক্ষে খুব ভালো ওষুধ।

মোটামুটি নিকটতম হাসপাতালে যাওয়ার জন্য হাতে ঘন্টাখানেক সময় অনায়াসেই পাওয়া যাবে। পুজোর ঘুরবে আর মেকআপ করবে না এটা আপামর বাঙালি ভাবতেই পারে না কিন্তু অনেকেরই মেকআপের ফলে মুখে কালো গাস হতে দেখা যায়। তাই এর হাত থেকে বাচতে কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই চেলিডোনিয়াম ৬ দিনে দুই থেকে তিনবার ব্যবহার করতে হবে। এতো কালো দাগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। পুজোর সম নিরানব্বই শতাংশ লোক নতুন জুতো পায়ে দেয়। নতুন জুতো পায়ে বেশি হাঁটাহাঁটি করলে অনেক সময় পায়ে ফোসকা পড়ে। আর এর ফলে পজো দেখার আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। এমত অবস্থায় আর্নিকামন্ট ৩০ খেতে হবে। এটা খেলে উপকার পাওয়া যায়। পুজোর সময় অনেকে পাহাড়ে বেড়াতে যায়। অনেকের পাহাড়ে উঠলে শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হয়। এক্ষেত্রে পাহাড়ে বেড়াতে গেলে অবশ্য করেই ব্যাগে কোকা রাখতে হবে। এবং যদি পাহাড়ে গিয়ে হিল ডায়রিয়ার আক্রান্ত হন তবে সালফার ৩০ খেতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এইসময় সর্দিকাশি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ফেরামফাস ১২ এক্স অথবা ক্যালিমা ১২ এক্স খেতে হবে। এক্ষেত্রে দশ মিলিমিটার ঈষৎ উষ্ণ জলে ছয়টি ট্যাবলেট ফেলে সেটা খেতে হবে। আর যেসব বাচ্চার সর্দিকাশির ধাত আছে তারা এই ওষুধটি সকাল বিকেল রোজ দুবার করে খেলেই হবে না। এছাড়াও জ্বর হলে প্রয়োজন অনুযায়ী বেলেডোনা ৬ খেতে হবে। তবুও পুজোর সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেগুলো হল অতিরিক্ত রোদে ঘুরবেন না। রোদ থেকে ফিরে ঠান্ডা জল খাবেন না। রাতে মাথায় যাতে হিম না পড়ে সে জন্য মাথায় কিছু জড়িয়ে রাখবেন। বেশি তেল মশলাযুক্ত খাবার না খাওয়াই ভালো। এবং কোনও সমস্যা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা নিজে করলেও তারপর একজন ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্য করেই নেবেন।

গরম থেকে হতে পারে বিভিন্ন সমস্যা

রোদের প্রখর তাপ গরমের ত্রাস শুরু হয়ে গেছে। রোদের জ্বালাকর তাপে, ভ্যাপসা গরমে আবাল-বৃদ্ধ জনতা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর ওজোনস্তরের পরিবর্তন পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের দরুণ তীব্র দাবদাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময় আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিভিন্ন রোগের আশঙ্কায় হোমিওপ্যাথি অনেকক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায়। বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্দিগর্মি বা সানস্ট্রোকে, উদরাময়, আন্ত্রিক, বিরক্তিকর দুর্গন্ধমুক্ত ঘামের প্রকোপই বেশি দেখা দেয়। এই সমস্ত রোগ হোমিওপ্যাথির শক্তিকৃত ওষুধ সঠিক পরিমাণে সুরক্ষা দিতে সমর্থ। সর্দিগর্মি বা সানস্ট্রোকে হোমিওপ্যাথি নেট্রামকার্ব গ্রীষ্মের উত্তাপে অত্যন্ত দুর্বলতা বোধ, সূর্যোত্তাপজনিত, মাথাব্যথা, সর্দিগর্মি, রোগী মানসিক পরিশ্রম করলে রোদে বেরোলে বা কোন কাজ করলে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, মাথা ঘোরে বা ব্যথা করে।

নেট্রাম মিউর ঃ রোগের তাপে বিশেষত বামপার্শ্বগত শিরঃ বেদনা, প্রচণ্ড শিরঃপীড়া যেন কেহ মাথায় হাতুড়ি মারিতেছে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি, মস্তিষ্ক গরমবোধ, মাথা ঘোরা ও বমিভাব, বমি হওয়া অত্যন্ত অবসাদ ও বুক ধড়ফড় করা, মাথার ব্রহ্মতালুর বেদনায় মাথা ভারী বোধ হয়, চাপ দিলে যন্ত্রণা কমে।

জেলসিমিয়াম ঃ শিরঃপীড়া, দুর্বলতাবোধ সর্বশরীর কম্পন, নাড়ীর গতি বেশ ধীর থাকে, কিন্তু একটু নড়াচড়া করলেই দ্রুত হয়, পিপাসার অভাব, ঘুম, ঘুমভাব, অবশতা বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি

লক্ষণে।

গ্লোনয়িন ঃ গরমের ভাপ রক্তাধিক্য, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা, মাথা ও কপাল দপদপ করে মাথায় কোন প্রকার গরম, রোদ্র, কাপড় টুপি সহ্য করিতে পারে না। রোগী মনে করে মস্তিষ্ক যেন খুলির তুলনায় বড় হয়ে গেছে। বেলা বৃদ্ধি ও অবসানের সহিত মাথাব্যথার বৃদ্ধি ও অবসান, অত্যন্ত বুক ধড়ফড় করে। প্রত্যেক হৃদকম্পন নিজের কানে শুনিতে পায়। রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ মূর্চ্ছা যায়।

বেলেডোনা ঃ দপদপানি মাথাব্যথার সাথে হঠাৎ উচ্চ জ্বর এসে যায়। চক্ষু,মুখ, রক্তিমবর্ণ গায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ, ভুল বকা, অল্পেই নার্ভাস হয়ে যায়। গায়ের চামড়া লালবর্ণ, মুখের ডানদিকে হঠাৎ নিউর্যালজিক বেদনা শুরু হয়, তৎসহ ঠাণ্ডা জল পানের পিপাসা ইত্যাদি।

ভ্যাপসা গরমে হোমিওপ্যাথি ঃ ভ্যাপসা গরমে ঘামের কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ডাক্তারি মতে ঘাম দু'প্রকার এক্রিন ঘাম ও অ্যাপোক্রিন ঘাম।

এক্রিন ঘাম ঃ অত্যধিক পরিশ্রমে বাইরের রোদের তাপে শরীরের ভিতরের তাপও হঠাৎ বেড়ে যায়। সেই সময় শরীর তার নিজের সিস্টেমের সাম্যতা সঠিক রাখার জন্য এক্রিন গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ হয়।এই ঘামকেই এক্রিন ঘাম বলে। শরীরের আপেক্রিন গ্রন্থি মানুষের বয়ঃ সন্ধিকালে যে ঘাম নিঃসরণ করে তা আবার বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত।এই ঘামকেই বলে অ্যাপোক্রিন ঘাম।

এক্রিন ঘামে হোমিওপ্যাথি ঃ ঘাম সহজেই হয় ক্যালকার্ব, হিপার সালফ, মার্কুরিয়স। ঘামে কোন উপকার হয় না মার্করিয়াস, ওপিরাম,ফেরাম-ফস, কার্বোভেজ অ্যাপোক্রিনঘাম বা দুর্গন্ধযুক্ত ঘামে হোমিওপ্যাথি। সাইলিসিয়া, সেরিনাম,থুজা, অ্যাসিড নাইট্রিক, গ্রাফাইটিস, ক্যালি কার্ব।

আন্ত্রিকে হোমিওপ্যাথি ঃ

একোনাইট ঃ রক্ত আমসংযুক্ত সবুজ, কাল বা শেওলার মত পিত্তমিশ্রিত, পেটে বেদনাসহ বার বার মলত্যাগ।

মার্ককর ঃ বাহ্যের সময় খুব কোঁথানি, শুলুনি, বাহ্যের পরেও থাকে, রক্ত অধিক, অনেক সময় বাহ্যে হয়ই না, নিষ্ফল চেষ্টা, রোগী কেবল কোঁথ দেয় ও পেটে যন্ত্রণা হয়।ক্যালি ফ্লোর ঃ সাংঘাতিক রক্তামশায়, অন্ত্রে ক্ষত, মল অতি অল্প তৎসহ রক্ত,পেটে বেদনা যন্ত্রণা কোঁথানি।

কলচিকাম ঃ কোঁথানি শুলুঝনি খুব বেশি কিন্তু বাহ্যের পরে হ্রাস, পেট ফুলে থাকে, ডাহারক্ত, আমসহ ১/২ ফোঁটা বা ডোরা রক্ত।

এলো ঃ কোঁথানি শুলুনিসহ রক্ত, আম, বাহ্যে বায়ুসহ অসাড়ে হয়।

উদারময়ে হোমিওপ্যাথি

আর্জেন্টাম নাই— জলে পান বাহ্যে, ফড়ফড় শব্দ করিয়া, বায়ু নিঃসরণসহ বাহ্যে রঙ সবুজ হলদে পরে সবুজ হয়, দুর্গন্ধযুক্ত।

অ্যাসিড ফস ঃ অসাড়ে বায়ু নিঃ সরণ সহ বাহ্যে বাহ্যের পূর্বে পেট ফোলে,পেট ডাকে,গড় গড় শব্দ, বেদনাশূন্য, রঙ সাদা বা হলদে, দুর্বলতার অভাব।

বিগত ৭ দিনে ৮০টি জেলায় করোনা-আক্রান্তের খবর নেই : হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): খানিকটা হলেও স্বস্তির খবর। বিগত ৭ দিনে ভারতের ৮০টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি। মঙ্গলবার এই স্বস্তির খবর জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত ৭ দিনে ৮০টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি। বিগত ১৪ দিনে ৪৭টি জেলায় নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি, বেচারাকে বিগত ২১ দিনে ৩৯টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হননি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন আরও জানিয়েছেন, শেষ ২৮ দিনে ১৭টি জেলায় নতুন করে কারও শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মেলেনি।

মঙ্গলবার ইনস্টিটিউট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনোলজির আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বৈঠকের হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, বিগত ১৪ দিনে আমাদের করোনা বৃদ্ধির হার ৮.৭ শতাংশ, বিগত ৭ দিনে ১০.২ শতাংশ, বিগত ৩ দিনে যা ছিল ১০.৯ শতাংশ।

১৬ দিনের জন্য গুয়াহাটির চানমারি মিলননগরের ২ নম্বর মসজিদে তালা ঝোলালো প্রশাসন

গুয়াহাটি, ২৮ (হি.স.) : ১৬ দিনের জন্য মহানগর জেলা প্রশাসন তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে গুয়াহাটির চানমারি মিলননগরের ২ নম্বর মসজিদে। আগামী ১১ মে পর্যন্ত মসজিদে কেউ ঢুকতে কিংবা বেরোতে পারবেন না।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, চানমারি মিলননগরের ২ নম্বর মসজিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইমাম ইহাদুর অতি সম্প্রতি লকডাউনের মধ্যেই রেড জোন হিসেবে ঘোষিত নলবাড়ি গিয়ে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেকে গুয়াহাটিতে নিয়ে এসেছেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে। তাই রবিবারও তিনি আগের মতোই মসজিদে আজান দিয়েছেন। তার পর স্থানীয়রা এই খবর জানতে পেরে খবর কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এসে স্থানীয় মানুষেদের অভিযোগের ভিত্তিতে মসজিদে তালা সেঁটে দেন। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাজনিত কারণে ইমাম ইহাদুর সমেত তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেকে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে মসজিদ সমেত গোটা মিলনপুর এলাকা সেনিটাইজ করা হয়।

এদিকে, নলবাড়িতে ইমামের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এখন পর্যন্ত কারোও শরীরে মহামারি কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পরেনি। তবে সামাজিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পরিবারের সকলকেই ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।

পুলিশ হেফাজত থেকে ফেরার হাইলাকান্দির এটিএম চুরিকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড গ্রেফতার

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়া হাইলাকান্দির এটিএম চুরি কাণ্ডের মাস্টারমাইন্ট আলতাফ হুসেন লস্করকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এই সাফল্য অর্জন করেছে।

গত ২৪ মার্চ হাইলাকান্দি সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এটিএম চুরি কাণ্ডের চাঁই আলতাফ হুসেন লস্কর। গত ১৪ মার্চ রাতে হাইলাকান্দিতে এসবিআই-এর তিনটি এটিএম বুথে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীর দল প্রায় ৮৪ লক্ষ টাকা লুট করেছিল। এই ঘটনার পর পুলিশ জোরদার অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ছয়জনকে আটক করেছিল। এর পর তদন্ত আরম্ভ করে ধৃতদের টানা জেরা চালায় পুলিশ।

জেরায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গত ১৯ মার্চ এটিএম লুটের মূল পাণ্ডা আলতাফ হোসেন লস্করকে কাছাড় জেলার ধলাই থানার লোকনাথপুর গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছিল। এর পর ধৃতকে হাইলাকান্দির মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করলে পুলিশ তাকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে এনেছিল। দ্বিতীয় দফায় তাকে ফের দুদিনের রিমান্ডে আনে পুলিশ। পুলিশ রিমান্ডে থাকার সময় আলতাফ হোসেন অসুস্থ হলে তাকে ২৪ মার্চ হাইলাকান্দির সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পুলিশি প্রহরা থেকে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিযে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

এ ঘটনায় হতবাক পুলিশ তাকে ফের গ্রেফতার করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হদিশ পায় পলাতক আলতাফ হোসেনের। মঙ্গলবার সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হাইলাকান্দি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে সে হাইলাকান্দি থানায় রয়েছে।

এ ব্যাপারে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার পবিন্দ্র কুমার নাথ জানান, আলতাফ হোসেনকে আজ আদালতে তোলা হলে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি তাকে দুদিনের পুলিশ রিমান্ডে দিযেছেন। পুলিশ তাকে জেরা করছে বলে জানা গেছে।

প্লাজমা দান করছেন করোনা মুক্ত তবলীঘী জামাতের সদস্যরা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): করোনা চিকিতার জন্য প্লাজমা দান করছেন করোনা মুক্ত তবলীঘী জামাতের সদস্যরা। সোমবার থেকে তাদের প্লাজমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে দিল্লির সুলতানপুরী ও নারলার কোভিড কেয়ার সেন্টারে। ইতিমধ্যেই সেখানে প্লাজমা দিয়েছেন ১৫ তবলীঘী সদস্য।জানা গেছে বাকীরাও প্লাজমা দেবেন।

এইমসের মেজিক্যাল সুপার ডা ডি কে শর্মা জানিয়েছেন, আইসিইউতে ভর্তি কোনও কোভিড **ছয়ের পাতায় দেখুন**

মঙ্গলবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কর্মচারী সংঘ সাংসদ প্রতীমা ভৌমিকের হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে চেক তুলে দিয়েছে। নিজস্ব ছবি।

হাইলাকান্দি : করোনায় নিহত ফয়জুল হক-পরিবারের পাঁচ সদস্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন-মুক্ত

হাইলাকান্দি (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : করোণা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ফয়জুল হক বড়ভুঁইয়ার পরিবারকে কোয়ারেনটাইন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউশন এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে গঠিত নিভৃতনিবাস থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে ফয়জুল পরিবারের পাঁচ সদস্যকে।

উল্লেখ্য, গত ৭ এপ্রিল হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)-র শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (এসএমসিএইচ)-এ তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ৮ এপ্রিল ফয়জুল হকের গৃহগ্রাম বড়জুরাই সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়ার পাশপাশি তাঁর পরিবারের পাঁচ সদ্যসকে ২৪ দিনের জন্য হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউশন এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে কোয়ারেন্টা করা হয়েছিল।

আজ সকালে ফয়জুলের পরিবারের এই সকল সদস্যের হাতে ফুলমূলের ঝুড়ি তুলে দিয়ে হাততালি সহ সম্মান জানিয়ে তাঁদের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন জেলা প্রশাসন, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে আজ থেকে আরও ১৪ দিন নিজেদের বাড়িতে কোয়ারেন্টানে তাঁদের থাকতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাঁদের স্বগৃহে পাঠানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অসমে প্রথম এবং আজ পর্যন্ত শেষ মৃত্যুর ঘটনা এটাই। গত ১০ এপ্রিল রাত ১টা ৫৪ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন অসমের ২৮-তম করোনা রোগী ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ। বছর ৬৫-র প্রয়াত প্রবীণ ব্যক্তিটি সৌদি আরব থেকে উমরাহ হজ পালন করে দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদান করেছিলেন।

লকডাউন : মেয়েকে মাছ এনে দিতে না পারায় আত্মহত্যা হাফলঙের জনৈক দিনমজুরের

হাফলং (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : নিজের মেয়েকে মাছ কেনার টাকা না দিতে পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন লোয়ার হাফলঙের আলতাব টিলার বাসিন্দা জনৈক নবি হুসেন। লকডাউনের মধ্যে রোজগার বন্ধ। এই অবস্থায় নিজের মেয়েকে মাছ কিনে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঘরেই গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন লোয়ার হাফলং আতলাব টিলার বাসিন্দা নবি হুসেন নামের ওই ব্যক্তি।

কোভিড ১৯ সংক্রমণের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সমগ্র দেশে চলছে দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন। আর এই লকডাউনে দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অনেকের রোজগার বন্ধ হওয়ার ফলে লকডাউনের সময় পরিবার চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আলতাব টিলার নবি হুসেনেরও একই অবস্থা হয়েছিল। যার দরুন গতকাল সোমবার নিজের মেয়ের আবদার পুরো করতে না পেরে নিজেকেই শেষ করে দিলেন নবি হুসেন।

চলতি বছরের শেষেই মিলতে পারে করোনার প্রতিষেধক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): চলতি বছরের শেষের দিকে বাজারে আসতে পারে করোনার প্রতিষেধক। এই ধরণের প্রতিষেধক স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য সঞ্জীবনীর মত কাজ করবে বলে মনে করছে গবেষকরা। ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুযায়ী, কুয়ালেশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়াডনেস ইনোভেশনে গবেষণারত বৈজ্ঞানিকদের তরফ থেকে এমন দাবি করা হয়েছে। ওসলোয় অবস্থিত এই গবেষণা সংস্থা প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য নয়টি ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে সাহায্য করছে। এর জন্য খরচ হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলার। এই সংস্থার অধিকর্তা রিচার্ড হেটচেট এমন দাবি করেছেন।

গোটা বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে দিনরাত এক করে প্রতিষেধক তৈরির আবিষ্কারের চেষ্টায় কাজ করে চলেছে ওষুধ কোম্পানি এবং গবেষণা সংস্থাগুলি। বিশ্বজুড়ে ৩০ লক্ষ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে দুই লক্ষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত সনোফি, জনসন এন্ড জনসন, মেডরেনা সহ একাধিক ফার্মা কোম্পানিগুলি নিরন্তন কাজ করে চলেছে।

অসমের ধেমাজি জেলায় আজানা রোগে হাজারের বেশি শূকরের মৃত্যু

ধেমাজি (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : উজান অসমের ধেমাজি জেলায় আজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার শূকরের মৃত্যু হয়েছে। একাধারে খালি হয়ে পড়ছে শূকর খামার। এ ঘটনায় বহু লক্ষ টাকার লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন শূকর ফার্মের মালিকরা।

দিন-কয়েক আগে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে অস্বাভাবিক ভাবে মরেছে বহু শূকর। রাজ্য সরকারকে ঘটনাটি জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাজ্যের কৃষি এবং প্রাণীসম্পদ বিভাগের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে প্রাণীসম্পদ দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা জানিয়েছেন, ধেমাজি জেলায় ৬০০টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁর কাছে খবর আছে। কিন্তু শূকরের মৃত্যুর এই সংখ্যা মানতে নারাজ খামারের মালিকগণ। এ সম্পর্কে জোনাইয়ের বিধায়ক ভুবন পেগু জানিয়েছেন, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত এলাকা থেকে অজানা এই রোগের সূত্রপাত হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার শূকর মরেছে, ঘটনাটি সত্য।

জানা গেছে, শিলাপথার পিপলগুড়ি পশু হাসপাতালের অধীনস্থ মধ্য সিসি টঙানি, নিম্ন সিসি টঙানি এবং বরলুং পঞ্চায়েতের মোট ৫ হাজার ৬৪৫টি শূকর অজানা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তার মধ্যে ১,৬৬০টি শূকর পূর্ণবয়স্ক এবং ৩,৯৮৫টি ছানা। জোনাই কেন্দ্রের ৩২ এবং ধেমাজি কেন্দ্রের ৩৩টি পঞ্চায়েতে মোট কত সংখ্যক শূকর মারা গেছে সেই তথ্য খোদ ধেমাজি জেলা প্রশাসনের কাছেও নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায় যে কতটা শূকরের মৃত্যু হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে শূকরের ফার্মগুলি খালি হয়ে পড়ে আছে। রাজ্য সরকারকে যত দ্রুত সম্ভব এর বিহীত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিধায়ক ভুবন পেগু।

অসম সন্তান সিআরপিএফ জওয়ানের করোনা সংক্রমণে মৃত্যু দিল্লিতে

বরপেটা (অসম), ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্বত্রাস করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে দিল্লিতে কর্মরত নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরুপেটা থানা এলাকার বাসিন্দা সিআরপিএফ-এর জনৈক জওয়ানের অকালমৃত্যু হয়েছে। এই দুঃসংবাদ জেলায় আসলে সমগ্র অঞ্চল শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে, বরপেটা জেলার সরুপেটা থানার অন্তর্গত বড়বড়ি গ্রামের ইক্রাম হুসেন ৩১ নম্বর ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ জওয়ান হিসেবে দিল্লিতে কর্মরত ছিলেন। গত ২৩ এপ্রিল ইক্রাম হুসেনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। তাঁকে ভরতি করা হয়েছিল দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ মঙ্গলবার ইক্রাম হুসেন মৃত্যু বরণ করেছেন। জানা গেছে প্রয়াতের পরিবারিক সূত্রে।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানান, দিল্লিতেই ইক্রাম হুসেনের মৃতদেহ রাখা হয়েছে। তাঁরা তাঁর মৃতদেহ স্বগৃহে আনার ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। জানা গেছে, প্রয়াত ইক্রাম হুসেন পত্নী, ও দুই ছেলে রেখে গেছেন।

ভারত টেস্ট কিটের বরাত ফেরানোয় ‘উদ্বিগ্ন’ চিন

বেজিং-নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : বরাত দেওয়া টেস্ট কিট ফেরাচ্ছে ভারত। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন চিন। সেই সঙ্গে চিনের দাবি কিটগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নি তাই তার ফলাফল যথার্থ হয়নি।

করোনা অ্যান্টিবডি টেস্ট কিটের গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় চিনের বরাত ফিরিয়ে দিয়ে ভারত জানিয়েছিল চিন থেকে টেস্ট কিট নেওয়া হচ্ছে না। এরই প্রেক্ষিতে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করে চিন। মঙ্গলবার চিন নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, তাদের দেশ থেকে যে দ্রব্য রফতানি করা হয়, তার গুণগত মান যাতে ভালো হয়, তার খেয়াল রাখা চিনের দায়িত্ব। তাই সেই দ্রব্যগুলোর গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ চিনের ভাবমূর্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা। এই ধরণের আচরণ বৈষম্যমূলক ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়।চিনের প্রশ্ন আইসিএমআর কীভাবে প্রমাণ ছাড়াই চিনের তৈরি কোনও দ্রব্যকে খারাপ মানের বলতে পারে।

সেই সঙ্গে চিনের দাবি কিটগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় নি তাই তার ফলাফল যথার্থ হয়নি। দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র কাউন্সেলর জি রং বলেন, ’’কিটগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। টেস্ট কিট ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। যদি পেশাদার কেউ সেই কাজ না করেন, তাহলেই ফল সঠিকভাবে আসবে না।’তিনি আরও বলেন, ‘আইসিএমআর আগেই জানিয়েছিল যে র‍্যাপিড টেস্ট কিট শুধুমাত্র নজরদারি চালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। কেবলমাত্র আরটি-পিসিআর টেস্ট কিটেই রোগ ধরা পড়বে।

প্রসঙ্গত, এর আগে আইসিএমআর জানিয়েছিল হটস্পট জোনে থাকা প্রত্যেক নাগরিকের করোনা পরীক্ষা করতে হবে কেন্দ্রকে। যার জন্য গত মাসে প্রায় ৫লক্ষ র‍্যাপিড অ্যান্ট বডি টেস্ট কিট রফতানির জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চিনের ওই দুই সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়।তবে ওই দুই চিনা সংস্থার কিটের গুণগত মান যথাযথ না হওয়ায় ওই দুই সংস্থার কিটে র‍্যাপিড টেস্ট নয় বলে সমস্ত রাজ্যকে কিট ব্যবহারে সতর্কতা জারি করেছে আইসিএমআর। কিট ফেরত পাঠানোর পরামর্শও দিয়েছে তাঁরা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানাচ্ছে এই কিটগুলি আন্ডার পারফর্মিং।

এদিকে, সোমবার কেন্দ্র জানিয়ে দেয়, এই অর্ডার বাতিলের জন্য কেন্দ্রের কোষাগার থেকে একটি টাকাও নষ্ট হয়নি। এক বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্র জানায়, চিনকে টেস্ট কিট **ছয়ের পাতায় দেখুন**

মঙ্গলবার রামনগরে চুরির ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। নিজস্ব ছবি।

মালয়েশিয়াকে হাইড্রক্সক্লোরকুইন দিতে সম্মত ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় মালয়েশিয়াকে হাইড্রক্সক্লোরকুইন দিতে সম্মত হয়েছে ভারত। উল্লেখ করা যেতে পারে মালয়েশিয়া ছাড়াও পৃথিবীর আরো বহু দেশ ভারতের কাছে এই ওষুধ সরবরাহ করার আবেদন জানিয়েছিল। এই তালিকায় রয়েছে বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। নিজেদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছাড়াও আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং ইউরেশিয়া দেশগুলিকে ভারত প্রায় ৫ মিলিয়ন হাইড্রক্সক্লোরকুইন (এইচসিকিউ) ট্যাবলেট সরবরাহ করেছে। পাশাপশি ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোকে ১.৩২ মিলিয়ন **ছয়ের পাতায় দেখুন**

বিশ্বমানের ভেন্টিলেটর তৈরি করেছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, এপ্রিল ২৮।। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে দেশেই তৈরি হল বিশ্বমানের ভেন্টিলেটর ।বিশ্বখ্যাত মেডিকেল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেডট্রনিক্স ও ওয়ালটনের কারিগরি সহযোগিতায় তৈরী হলো বিশ্বমানের পিবি ৫৬০ মডেলের স্পেসিফিকেশনে 'ডব্লিউপিবি ৫৬০ ভেন্টিলেটর'।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মঙ্গলবার জুম ডিজিটাল সংবাদ সম্মেলনে জানান ওয়ালটন কর্তৃক দেশে তৈরি ভেন্টিলেটরের ৩ মডেলের ফাংশনাল প্রোটোটাইপ শীঘ্রই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে প্রেরণ করা হবে। তাদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবার পরই ওয়ালটন পরীক্ষামূলক ও বানিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।তিনি জানান, ফাংশনাল প্রোটোটাইপের তিনটি ভেন্টিলেটরের মধ্যে একটি ওয়ালটন মেডট্রনিক্সের সাথে তৈরি করেছে। অন্য দুটি ওয়ালটনের নিজস্ব উদ্ভাবনী। মেডট্রনিক্সের সাথে তৈরিকৃত এ ভেন্টিলেটরের নাম দেওয়া হয়েছে ডব্লিউপিবি ৫৬০। আর ওয়ালটনের নিজস্ব উদ্ভাবনে তৈরিকৃত ভেন্টিলেটরের নাম 'ওয়ালটন কোভিড বিল্ড ভেন্টিলেটর ২০২০' বা ডব্লিউসিভি-২০ এবং ডব্লিউএবি-২০'।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,আমরা আশা করছি করোনা মহামারি খুব দ্রুতই শেষ হবে। কিন্তু মহামারি দীর্ঘ হলে আমরা দেশে তৈরি মানসম্মত ভেন্টিলেটরের দ্বারা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হব। ইতোমধ্যে এটুআই ইনোভেশন ল্যাব থেকে ১৮টি ভেন্টিলেটর তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর মান যাচাই বাছাই করা হচ্ছে ।পলক আইসিটি বিভাগের উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মেডট্রনিক্স এবং ওয়ালটনের সাথে সমন্বয় করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান।

সন্ন্যাসী হত্যার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিশ্বহিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল ঃ মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুই সন্ন্যাসী ও তাদের গাড়ি চালককে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বিশ্বহিন্দু পরিষদ। সংগঠন এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুই সন্ন্যাসী ও গাড়ি চালককে হত্যার ঘটনার বিচার চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছেুচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি জানিয়েছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। দেশের প্রতিটি জেলা থেকে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। রাজ্যেও প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাটিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের গোমতী জেলা সভাপতি মুকেশ কলইয়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গোমতী জেলা শাসক অফিসে জেলা শাসকের কাছে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। সন্যাসী হত্যাকাণ্ডের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি জানানো হয়েছে। সন্যাসী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশজুড়েই প্রতিবাদ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রে জন শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়ায় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

চুরি

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে দীপরাজ এসে দেখে ঘর থেকে ল্যাপটব, গ্যাস সিলিন্ডারসহ অন্যান্য সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোর। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কাউকে আটক কিংবা চুরি যুওয়া জিনিস উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনা ঘিরে রামনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জারি

● প্রথম পাতার পর

সীমান্ত সীল করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও সীমান্ত গ্রামে কোনও বাংলাদেশী এসে থাকলে তা সাথে সাথেই প্রশাসনের নজরে নেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের প্রতি অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আহ্বান জানিয়েছেন।

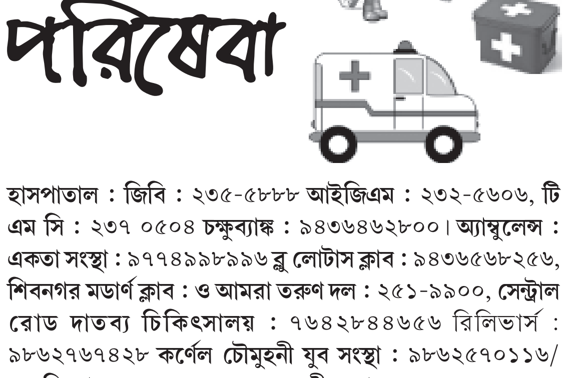

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে রমজানে মুসলিমদের খাদ্য সামগ্রী দিলেন জাতীয় হিন্দু মহাজোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, এপ্রিল ২৮।। বাংলাদেশে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে মুসলিম পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। মহাজোটের মহাসচিব অ্যাড, গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক এর নির্দেশে রাজধানী ঢাকার ওয়ারী,মুগদা ও শ্যামপুর থানার অর্ধশত মুসলিম পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল, ছোলা, খেজুর , বেসন,চিনি, মুড়ি সহ খাদ্য সামগ্রী উপহার দেয়া হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের যুগ্ম মহাসচিব সাংবাদিক সুজন দে গত শনিবার তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মুসলিম সম্পদায়ের ঘরে ঘরে এসব খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন ।এছাড়া জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক, যুগ্ম মহাসচিব সাংবাদিক সুজন দে, ঢাকা মহানগর হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ডি,কে সমির তাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ডেমরা,যাত্রাবাড়ী,সূত্রাপুর, গেন্ডারিয়া, মুগদা,সবুজবাগ, লালবাগ,হাজারীবাগ,শ্যামপুর কদমতলী থানার করোনা ভাইরাস এর কারনে কর্মহীন ঘরবন্দী ও সুবিধা বঞ্চিত প্রায় তিন শতাধিক হিন্দু পরিবারে মাঝে চাল,ডাল, আলু,তেল,লবন,সাবান,আটা সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। মহানগর হিন্দু মহাজোটের সভাপতি ডি,কে সমির ও সেক্রেটারি শ্যামল ঘোষ এর নেতৃত্বে দুইটি টিম এসকল খাদ্য সামগ্রী প্রতিটি থানার মহাজোটের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন হয়ে পড়া ধর্ম,বর্ন নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের মাঝে এান সামগ্রী বিতরন অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। পাশাপাশি বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গন মাধ্যম কর্মীদের মাঝেও পিপিই প্রদান করেছেন এই সংগঠনটি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মৃত ব্যক্তিদের লাশ বহন করে শশানে সৎকার কর্মসূচীর জন্য জাতীয় হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক জোট এর নেতা-কর্মীদের দিয়ে একটি টিম গঠন করে মৃত দেহ সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়া ও পোস্তগোলা জাতীয় মহাশ্মশানে লাশ সৎকারের কাজে ডোমদের সুরক্ষার জন্য হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে পিপিই,মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস সহ বিভিন্ন এলাকায় জীবাণু নাশক স্প্রে ছিটানো ও হাত ধোয়ার কর্মসূচী গ্রহন করেছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলায় সাংবাদিক আহত, থানায় অভিযোগ, গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, এপ্রিল ২৮।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জে নিজ ভাড়াটিয়াকে মারধরের কারণ জিজ্ঞেস করায় দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকার সাংবাদিক ও ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সদস্য মো: ফারুক হোসেন হৃদয়কে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত ১ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার সন্ধ্যায় ইফতারের পর মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪নং ওয়ার্ডের আটি এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয়কে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় সুগন্ধা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

আহত সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয় সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪নং ওয়ার্ডের আটি এলাকার মৃত হাজী আ: গফুরের ছেলে। হামলাকারীরা হচ্ছে একই এলাকার মৃত আবুল হাসেমের (গেদা) ছেলে সাইজুদ্দিন (২৭), সুমন (২৫) ও মেয়ে ফাতেমা আক্তার ফতে (২২)।

আহত সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয় জানায়, আমার বাড়ির দোকানের ভাড়াটিয়া শাহজালালের স্ত্রী রাশিদা বেগম রাশিকে প্রায়ই তার আপন ছোট ভাই সাইজউদ্দিন ও সুমন মারধর করে। আজও তাকে মারধর করায় ইফতারের পর সে আমাকে এসে বিষয়টি জানায়। পরে আমার পাশের বাড়ির মৃত আবুল হাসেমের বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে-মেয়েদেরকে মার ধরের কারণ জিজ্ঞেস করাতেই আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং ফাতেমা আক্তার ফতে, তার বড়ভাই সাইজুদ্দিন ও সুমন অতর্কিত হামলা করে আমাকে মারধর শুরু করে। এরই মধ্যে সুমন আমার মাথায় এবং হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এসময় আমার আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরা খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। ভাই-বোন কেউ কাউকে মানে না। মারধরের বিষয়টি কেন আমাকে জানালো সেজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আমাকে কুপিয়েছে।

এব্যাপারে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক কামরুল ফারুক ও পরিদর্শক (অপারেশন) মো: রুবেল হাওলাদার জানায়,ঘটনার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

পর থেকেই মৃতের স্বামী প্রণব বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। তা নিয়ে নিত্যদিনই চলত তাদের বাড়িতে ঝামেলা। বর্তমানে চার বছরের একটি ছেলে রয়েছে তাদের। কিন্তু কোনমতেই তাদের সাংসারিক দাম্পত্য জীবনে কলহ থামছিল না। এর মধ্যেই মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রণব তার শ্বশুর মশাই কে ফোন করে জানায় যে সরস্বতী গুরুতর অসুস্থ হয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি।

মেয়ের অসুস্থতার খবর শুনে বাবা জেলা হাসপাতালে যাওয়ার পথেই প্রণব আবার ফোন করে জানায় যে হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এই কথা শুনে স্বরস্বতীর বাবা হাপানিয়া হাসপাতালে ছুটে গিয়ে জানতে পারেন তার মেয়ের সরস্বতী আর এই পৃথিবীতে নেই। হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের পর সরস্বতী নিথরদেহ সৎকারের জন্য উদয়পুর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে স্বরস্বতীর স্বামী প্রণব তার স্ত্রীকে শেষ দেখা দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। মৃতদেহ সৎকার শেষে স্বরস্বতীর পিতা গোপাল দেবনাথ রাধা কিশোরপুর মহিলা থানায়

তার মেয়ের জামাই প্রণব দেবনাথ, বাসুর প্রশান্ত দেবনাথ, ও আরেক ভাসুর দেবনাথ এর বিরুদ্ধে সু পরিকল্পিতভাবে তার মেয়ের সরস্বতীকে মুখে এসিড ঢেলে মেরে ফেলার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে তিনি আরও জানিয়েছেন তার মেয়ের জামাই প্রণব দেবনাথ এর বড় ভাই প্রশান্ত দেবনাথ এর কু নজর ছিল স্বরস্বতীর উপর। এনিয়ে পারিবারিকভাবে কয়েকবার সালিশি সভাও হয়েছিল। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ ও রাধাকিশোর পুর মহিলা থানার ওসি আলপনা সরকার শ্মশানে গিয়ে পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দেন।

শিক্ষামন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অনুরোধ জানানো হয়েছে। মিড ডে মিলের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং কুক কাম হেল্পারদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়েও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

এদিকে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের অতিমারী প্রাদুর্ভাবের কারণে ভারত সরকার কর্তক নির্দেশিত ৩ মে, ২০২০ পর্যন্ত লকডাউন চলা সত্বেও রাজ্য সরকার রাজ্যের আপামর ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর মোট ২৫ লক্ষ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ১৯ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে পৌঁছানো হয়েছে এবং বিদ্যালয় কর্তপক্ষ কর্তক পাঠ্যপুস্তক বিতরণও শুরু হয়েছে।

তাছাড়া যে সমস্ত প্রান্তে এখনও পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায়নি এস সি ই আর টি-র পক্ষ থেকে সে সমস্ত স্থানে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, স্ব-স্ব বিদ্যালয় কর্তক ঘোষিত নির্ধারিত দিনে সামাজিক দূরত্ব এবং যথাবিহিত স্বাস্থ্যবিধি পালনের মধ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করে নিতে। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যক্রম যথাক্রমে এস সি ই আর টি-র ওয়েবসাইট ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইট -এ আপলোড করা হয়েছে। আজ এস সি ই আর টি-র অধিকর্তা ইউ কে চাকমা এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

জুমিয়াদের

● প্রথম পাতার পর

নাথ জানান, ৬,৯৭৯ জুমিয়া পরিবারকে ১৫ মেট্রিক টন বীজ সরবরাহ করা হবে। তাতে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবার পাবে ২,১৫০ গ্রাম বীজ। ওই বীজ সরবরাহে ত্রিপুরা সরকারের খরচ হবে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জুমিয়াদের জুমচাষে বীজ রোপণ, আগাছা পরিষ্কার এবং ফসল তোলার জন্য ২ শ্রমদিবস করে মোট ৬ শ্রমদিবসের টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। তাতে ত্রিপুরার কোষাগার থেকে ব্যয় হবে ৮৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৪৮ টাকা। তাঁর কথায়, প্রত্যেক জুমিয়া ১,২১২ টাকা করে পাবেন।

শিল্প তালুক

● প্রথম পাতার পর

জওয়ানরা। এতে করে টি.এস.আর জওয়ানদের শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়। তাই এইবার আর.কে নগরস্থিত টি.এস.আর দ্বিতীয় বাহিনীর উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। জওয়ানরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিউটি শেষে যখন আর.কে নগরস্থিত ক্যাম্পে ফিরে যাবে তখন তারা যেন সেনিটাইজ হতে পারে টার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাহিনীর নায়েক সুবেদার জওহর লাল দাস জানান কোন জওয়ান ক্যাম্পে প্রবেশ করার সাথে সাথে যেন তার পায়ে থাকা শো জীবাণু মুক্ত করতে পারে তার জন্য একটি ট্রে-এর মধ্যে জীবাণু নাশক ঔষধ রাখা হয়েছে। পায়ের শো জীবাণু মুক্ত করার পর ভালো করে যেন হাত পরিষ্কার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হাতের ব্যবহার করতে হবে না। সবশেষে জওয়ানরা যেন শরীর জীবাণু মুক্ত করতে পারে তার জন্য বসানো হয়েছে সেনিটাইজার মেশিন। এই মেশিনের অভ্যন্তর জীবাণু নাশক ঔষধ স্প্রে করা হয়। ফলে তার ভিতর দিয়ে গেলে জীবাণু মুক্ত হওয়া যায়। তিনি আরও জানান এই ব্যবস্থা করার জন্য বাহিনীর তেমন বেশি অর্থ ব্যয় হয়নি। কারন বাহিনীর কাছে বেশিরভাগ সামগ্রী মজুত ছিল। আর টেকনিসিয়ানও বাহিনির মধ্যে রয়েছে।

ভারতে

● প্রথম পাতার পর

১১০ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৮ জন, রাজস্থানে ৪৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৪ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৩১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্রই। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৮,৫৯০, দিল্লিতে ৩,১০৮, তামিলনাড়ুতে ১৯৩৭, অন্ধ্রপ্রদেশে ১১৮৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৬ জন, বিহারে ৩৪৫ জন, চন্ডীগড়ে ৪০ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৭ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৩,৫৪৮ জন, হরিয়ানায় ২৯৬ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৪৬ জন, ঝাড়খণ্ডে ৮২ জন, কেরলে ৪৫৮, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫১২ জন, লাদাখে ২০ জন, মধ্যপ্রদেশে ২১৬৮ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১১৮ জন, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ৩১৩ জন, রাজস্থানে ২২৬২ জন, তেলেঙ্গানায় ১০০৪ জন, ত্রিপুরায় দু''জন (দু''জনই সুস্থ), উত্তরাখণ্ডে ৫১ জন, উত্তর প্রদেশে ১৯৫৫ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৯৭ জন।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর

থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। স্থানীয় গ্রাম প্রধান ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন। কারা গরু চুরি করেছে তা পুলিশকে এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এবার দেখার বিষয় এই গরু চোরদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। লকডাউনের মধ্যেও গ্রামের মানুষ ভিড় জমিয়ে রমজান আলীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানান। পরে পুলিশ আসায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। পুলিশ রমজান আলীকে থানায় নিয়ে আসে। কদমতলা থানার প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে আসে যে চুরি করা গরুটি কাটা হয়েছে সেই গরুটির মালিক পশ্চিমী ইচাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা শরিফ উদ্দিনের। রাত দুটো নাগাদ শরিফ উদ্দিনের বাড়ি থেকে তার গরুটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল চোরের দল। অপর চুরি যাওয়া গরুটির এখনো কোনো হদিস মেলেনি।

গ্রামবাসী

● প্রথম পাতার পর

খবর না থাকলেও হাতির দাঁত পাচার কার্যে জরিত একাংশ বনদস্যু। বিগত দিনে বন দপ্তরের একাংশ কর্মচারীরা হাতির দাঁত পাচারের ক্ষেত্রে তারাই সাহায্য করেছিল। আজ ফের জনজাতি এলাকার হাতির তান্ডবের মধ্যে কেন করে বাঁচতে পারবেন ওই এলাকার এলাকাবাসীরা তা কি জানেন বনদপ্তর? প্রশ্ন এলাকাবাসীদের মধ্যে।

স্ক্রিনিং শুরু

● প্রথম পাতার পর

পড়েছেন। নমুনা সংগ্রহের জন্য কোন পিপিই পড়তে হচ্ছে না। তিনি শুধু গাড়ির ভেতর থেকে অত্যাধিক সুরক্ষা বেষ্টনির মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করছেন।

ইয়ুথ জেনারেশন ক্লাবের উদ্যোগে ধর্মনগরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ এপ্রিল ঃ করোনা সংক্রমণ রোধে দেশে দ্বিতীয় দফার লকডাউন চলছে ফলে যানবাহনগুলি বন্ধ রয়েছে। সেই কারণে হাসপাতালগুলিতে মুহূর্ষ রোগীদের রক্ত দিতে গিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটে পড়েছে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে, সেই অভাবে যাতে কিছুটা হলেও যোগান দেওয়া যায়, সেই কথা মাথায় রেখেই মঙ্গলবার ধর্মনগর মহকুমার কামেশ্বরস্থিত "ইয়ুথ জেনারেশন ক্লাবের" উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে ২০ ইউনিট রক্তদান করা হবে বলে জানান ক্লাব সদস্যরা।

পাঠ্যবই

আটের পাতার পর।। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধানগন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীর অভিভাবক অথবা পঞ্চায়েত সদস্য অথবা এস এম সি কমিটির সদস্যরা শিক্ষার্থীর বাড়িতে বই পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আগামী ৩ মে -এর মধ্যে সমস্ত বিদ্যালয় বই পৌছে দিতে উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী সমস্ত ব্যাবস্থা প্রস্তত রেখেছেন।

ডিওয়াইএফআই'র

আটের পাতার পর।। বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কুমারঘাট মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষের ঘরে খাবার দিচ্ছে আর তা করতে গিয়ে এলাকার সমাজদ্রোহীদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বামপন্থীদের বলে এদিন অভিযোগ করলেন যুব সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব ভট্টাচার্য। এদিকে বাম যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সময়ে ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন বলে জানান জনৈক গিরিবাসী। এই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে মানুষের ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার কাজে সকলকে বামকর্মীদের সহযোগিতা করার আবেদন জানান যুবকর্মীরা। এদিনের কর্মসূচির সহযোগিতায় ছিলেন ডিওয়াইএফআই কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সভাপতি চয়ন শুক্ল বৈদ্য, বিপ্লব দেব, ডিওয়াইএফআই-এর চন্দ্রমণি দেববর্মা, ভবানি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে এদিন ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকার শিবছড়ায় ৫১টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী।

ঢাকা

আটের পাতার পর।। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গত সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সরকারগুলোকে সমুদ্রের রোহিঙ্গাদের জন্য তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করার আহ্বান জানিয়ে আরও বলেছে, শরণার্থীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে কোভিড-১৯ মহামারী একটি অজুহাত।

গ্লোবাল রাইট ওয়াচডগের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক বিরাজ পট্টনায়েক এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'একা এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় শুধু বাংলাদেশকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। অন্যেরাও তাদের নিজেদের দায়বদ্ধতাগুলো বহাল রাখতে হলে এই বিষয়টি ত্যাগ করার কোনো অজুহাত চলতে পারে না।'

নিউইয়র্ক ভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিও) আরও বলেছে, 'মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডসহ সব দেশেরই দায়িত্ব রয়েছে'।

গত ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ক্র্যাকডাউন ও গণহত্যার পরে বাংলাদেশ প্রায় ১১ লাখ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে কক্সবাজার জেলায়।

সদস্যরা

পাচের পাতার পর।। রোগীকে ওই প্লাজমা দেওয়া হবে। যাদের রেসপিরেটরি রেট ৩০ এর থেকে বেশি তাদেরই এই থেরাপি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, দেশে করোনা মোকাবিলায় প্লাজমা থেরাপি বেশ কাজ দিচ্ছে। কেরলের পর এবার দিল্লিও কাজ শুরু করেছে। দিল্লির লোক নায়ক হাসপাতালের পর এইমসে প্লাজমা দিয়ে করোনা চিকিৎসা শুরু হবে।

উদ্বিগ্ন চিন

পাচের পাতার পর।। রফতানি করার বরাত দেওয়া হলেও, কোনও টাকা অগ্রিম পাঠানো হয়নি। ফলে অর্ডার বাতিল করা হলেও টাকা খরচ হয়নি।

উল্লেখ্য, ভারতেরও আগে চিনের তৈরি টেস্ট কিট ফেরত পাঠিয়েছে স্পেন সরকার। করোনার সংক্রমণ সেদেশের নাগরিকদেরও গ্রাস করেছে। আক্রান্ত এবং মৃত্যু মিছিল এখনও অব্যাহত স্পেনে। এই অবস্থায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় এবং ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার কথা ভেবে স্পেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালভাদর লা প্রায় ৪৬৭ মিলিয়ন মেডিকেল সরঞ্জাম আমদানি করেছিলো চিন থেকে। জানা গিয়েছে, চিন থেকে আনা এই সমস্ত চিকিৎসার সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ৫.৫ মিলিয়ন টেস্টিং কিটস, ৯৫০টি ভেন্টিলেটর, ১১ মিলিয়ন গ্লাভস। এছাড়াও ডাক্তারদের জন্য আনা হয়েছিল পিপিই মাস্ক।

ভারত

পাচের পাতার পর।। প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সরবরাহ করেছে। ভারতের সহযোগী দেশগুলোও এই ট্যাবলেট পেয়েছে।এগুলো উপহার হিসেবে ভারত দিয়েছে।

এছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের ৪০টি দেশকে ২৮৫ মিলিয়ন এইচসিকিউ ট্যাবলেট সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছে ভারত।৫০০ মিলিয়ন পি সি এম ট্যাবলেট বিশ্বের ৬০ টি দেশকে একই উপায়ে দেবে ভারত।

সন্তোষের

তিনের পাতার পর।। সুগম হয়েছে। তাই এমতাবস্থায় তৃতীয় কোনও শক্তি পাহাড়ি জেলার শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করলে তা কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের ৯০ ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও কোনও সংগঠন এখন পর্যন্ত অপহরণের দায় স্বীকার করেনি। এতে এই অপহরণে কাণ্ড নিয়ে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। তাই অবিলম্বে সন্তোষ হোজাইকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান ফ্রেজার সেঙ্গইয়ং।

পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে যদি সন্তোষ হোজাইকে উদ্ধার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয় তা হলে ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সহ জাদিখে নাইশ হসম ও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত যৌথ সমন্বয় সমিতি তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এস সাংসন, জন পাইতং প্রমুখ।

আজ, কাল এবং পড়শু

দুয়ের পাতার পর।। তবে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এই লকডাউনের ফলে ভারতে এক বিশাল দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাবেন এক বিপুল সংখ্যক। এ সম্বন্ধে দেশের সরকার নিশ্চয়ই ভাবনা চিন্তা করবেন, সেই অনুযায়ী পরিকল্পনাও হয়ত হবে,। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে রক্ষায় রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মরত এবঁ ইতিমধ্যে কমর্হীন হওয়াদের কথাও ভাবনায় রাখা জরুরি। তবে করোনা আক্রান্তজনিত লকডাউন পর্বে আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত শিল্পোন্নত আমেরিকা এবং ইউরোপের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের গতিপথ থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্ন হবে কৃষিনির্ভর ভারতের যাত্রাপথের অভিমুখ। অর্থনৈতিক বিশষজ্ঞ অনেকেরই অভিমত ভারতীয় অর্থনৈতির কৃষিনির্ভরতায় প্রাধান্যের কারনেই হয়ত ভারত অবস্থা খানিকটা সামাল দিতে পারবে যদিও জিডিপি নেমে আসবে দুই এর নীচে । সেজন্য অবস্থা মোকাবিলায় ভারতকে কৃষিকে নির্ভর করেই শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অনুমান করা যায় যে হয়ত আগামী দিনে সম্পন্ন শ্রেণির উপর বাড়তি করের বোঝা চাপতে পারে। হয়ত সাধারনের মধ্যেও কৃচ্ছতা সাধনের প্রয়োজন হতে পারে। তবু ও এক অবির্য চ্যালেঞ্জ -এর মুখোমুখি। হতে হবে সকলকেই রকমফেরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হলেও। যাহোক অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে আশা আশংকার দোলচলের মধ্যেও বুক বেঁধে অপেক্ষমান সারা বিশ্বের সাথে আপামর ভারতবাসী-ডিজিটাল ইন্ডিয়াও। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

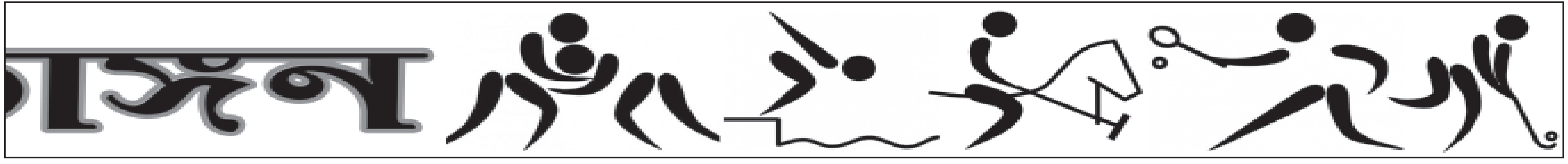

ভেস্তে গেল নেইমার ও এমবাপেদের লিগ ওয়ান

লন্ডন।। করোনাভাইরাসের প্রকোপে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফ্রান্স সরকার। দর্শকশূন্য মাঠেও হতে পারবে না কোনো খেলা। ফলে দেশটির শীর্ষ দুই ফুটবল প্রতিযোগিতা লিগ ওয়ান ও লিগ টু এর এবারের মৌসুম বাতিল হয়ে গেছে।

ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার ফিলিপ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে আগামী ১১ মে থেকে লডডাউন আইন কিছুটা শিথিল করার ঘোষণা দেন। তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় একই সঙ্গে ২০১৯-২০ মৌসুমের সব খেলা বাতিলের ঘোষণা দেন।

ফ্রান্স ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আগামী ১৭ জুন চলতি মৌসুমের খেলা মাঠে ফেরানোর আশায় ছিল। শেষ করতে চেয়েছিল ২৫ জুলাই। তাতে জল ঢেলে দিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা।

গত ১৩ মার্চ দেশটিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবলের সব প্রতিযোগিতা স্থগিত করা হয়েছিল।

মৌসুম বাতিল হয়ে যাওয়ায় ফ্রান্সের লিগগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘এলএফপি’ এই দুই লিগের পয়েন্ট টেবিলের বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী কোনো চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করবে কি-না অথবা কোনো দলের অবনমন হবে কি-না, তা এখনও জানা যায়নি।

লিগ ওয়ানের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবারও শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে বেশ ভালো অবস্থানে ছিল। ২৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৮। এক ম্যাচ বেশি খেলা মার্সেই ১২ পয়েন্ট কম নিয়ে আছে দুইয়ে।

আর টেবিলের তলানিতে থাকা তুলুজের অর্জন ২৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট। নিরাপদ অবস্থান থেকে ১৭ পয়েন্ট দূরে। অবনমন অঞ্চলের অন্য দুই দল হলো নিম (২৭) ও আমিয়াঁ (২৩)।

এদিকে মৌসুম বাতিল হলে, যে দলগুলো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে তাদের তালিকা দিতে বলা হয়েছে উয়েফার পক্ষ থেকে। সেক্ষেত্রে মৌসুম বাতিলের কারণও জানাতে হবে।

মেসিকে অতিক্রম করা অসম্ভব: ইতো

লন্ডন।। সেই শুরুতেই তরুণ সতীর্থের সামর্থ্যটা বুঝে নিয়েছিলেন সামুয়েল ইতো। ক্যামেরুনের সাবেক এই স্ট্রাইকারের মতে, বার্সেলোনা ‘বি’ আর মূল দলে ঘুরে ফিরে খেলার দিনগুলো থেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আভাস দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। ইতো বুঝে নিয়েছিলেন, অসম্ভব হবে সতীর্থের অর্জন ছাপিয়ে যাওয়া।

২০০৯ সালে ইন্টার মিলান থেকে জাতান ইব্রাহিমোভিচ বার্সেলোনায় এলে চুক্তির অংশ হিসেবে সেরি আর দলে যোগ দেন ইতো। ২০০৪ সাল থেকে এর আগ পর্যন্ত কাম্প নউয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন মেসিকে।

ফ্রান্সের থিয়েরি অঁরি ও ব্রাজিলের রোনালদিনিয়োকে নিয়ে বার্সেলোনার ভয়ঙ্কর আক্রমণভাগের অংশ ছিলেন ইতো। স্প্যানিশ দলটির হয়ে জেতেন তিনটি লা লিগা, দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও একটি কোপা দেল রে শিরোপা।

লা লিগার ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসির শুরুর সময়টা সামনে নিয়ে আসেন ৩৯ বছর বয়সী ইতো।

“সে ‘বি’ দল ও মূল দলে অদল-বদল করে খেলত আর সে খুব ভালো ছিল। সেই সময়েই আমরা জানতাম, মেসি একদিন কী হবে। আমি খুশি কারণ, নিজের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সে

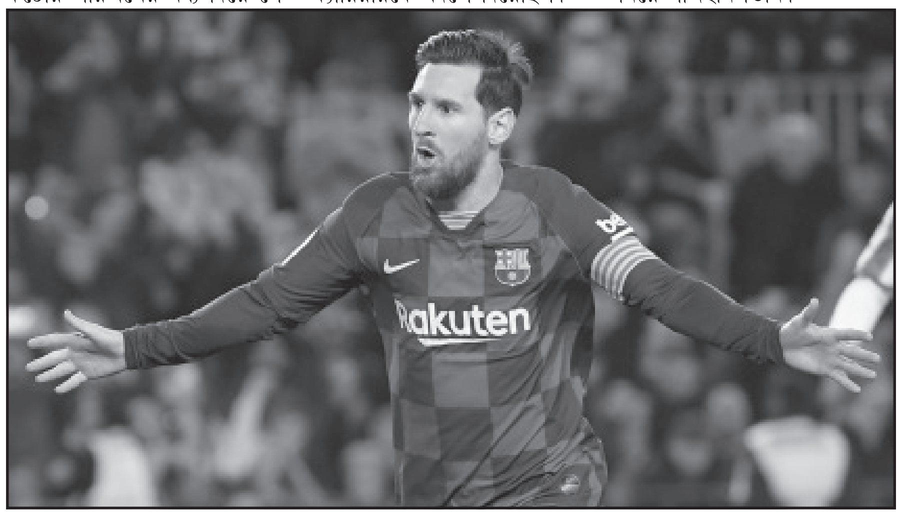

তা অর্জন করতে পেরেছে।”

খ্যাতি কোনো পরিবর্তন আনেনি মেসির মধ্যে। ইতোর মতে, ঠিক আগের মতোই আছেন তার এক সময়ের সতীর্থ।

“সে মোটেও বদলায়নি। তখন তাকে যেমন ভালো মানুষ জানতাম এখনও সে সে তেমনই আছে। আমার পরামর্শের জন্য সম্প্রতি সে বলেছে, ‘সামুয়েলকে ধন্যবাদ’, কী বলেছিলাম তা এখানে প্রকাশ করব না, এটা তার ক্যারিয়ারকে বদলে দিয়েছিল।”

ইতোর পরামর্শ প্রসঙ্গে মেসি বলেছিলেন, “ওই দিনের কথা আমার সবসময় মনে পড়ে, যেদিন ইতো বলেছিল, ‘যখন তুমি গোল করা শুরু করবে, এরপর আর থামবে না কখনও’।”

ছয়টি ব্যালন ডি অর জেতা মেসি সাফল্যে মোড়া ক্যারিয়ারের পরও যেভাবে পা মাটিতে রেখেছে সেটা সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে ইতোকে। মেসির অর্জন আর কেউ ছাপিয়ে যেতে পারবে কি না এ নিয়ে সন্দিহান তিনি।

“শুরুতে মেসির কিছু সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল, তবে সেই প্রতিভা তার বরাবরই ছিল। সে যে গল্প লিখে চলেছে, তা দেখে আমি খুশি ও গর্বিত আর এটা এখনও শেষ হয়নি।”

ভাবিনি কখনও জেলে যেতে হবে রোনালদিনিয়ো

লন্ডন।। ফুটবল মাঠ মাতানো রোনালদিনিয়ো যেন জীবনের চরম শিক্ষা পেয়ে গেলেন। জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্যারাগুয়েতে গিয়ে প্রথমে খাটতে হলো কারাবাস, এখন আছেন গৃহবন্দি। এমন তেতো অভিজ্ঞতার পর ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী তারকা জানালেন, জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়বেন, কখনও ভাবেননি তিনি।

বার্সেলোনা, পিএসজি ও এসি মিলানের সাবেক মিডফিল্ডার রোনালদিনিয়ো ও তার ভাই রবের্তো আসিস গত ৬ মার্চ গ্রেফতার হন। ৩২ দিন জেলে থাকার পর ১৬ লাখ ডলার জমা দিয়ে জামিন পান বিচারিক কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্যারাগুয়েতেই গৃহবন্দি থাকার শর্তে।

এই ঘটনার পর সোমবার এবিসি’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক তুলে ধরেন বাজে অভিজ্ঞতার কথা।

“আমি কখনই ভাবিনি যে এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খুব বড় ধাক্কা।”

“আমাদের কাছে যে ডকুমেন্টগুলো ছিল, তা আসল নয় জেনে অবাক হয়েছিলাম। তখন থেকে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, বিষয়গুলো পরিষ্কার করতে বিচার ব্যবস্থাকে সহায়তা করা।”

প্যারাগুয়েতে যাওয়ার উদ্যেশ্য সম্পর্কেও জানান রোনালদিনিয়ো।

“আমি প্যারাগুয়েতে এসেছিলাম একটি অনলাইন ক্যাসিনোর উদ্বোধন ও একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে অংশ নিতে। সবকিছুই আমরা চুক্তির মধ্যে থেকে করি আর এসব কিছু আমার ভাই দেখাশুনা করে।”

“আমার সবসময় বিশ্বাস ছিল এবং সবসময় প্রার্থনা করি, যেন সবকিছু ভালোভাবে হয়। আশা করি, এসব কিছু দ্রুত মিটে যাবে।”

ইউভেন্তুসের সঙ্গে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের পক্ষে লাৎসিও প্রেসিডেন্ট

লন্ডন।। করোনাভাইরাসের কারণে অন্যান্য ইউরোপিয়ান লিগগুলোর মতো সেরি আ মৌসুমও বাতিল হওয়ার শঙ্কা জেগেছে। শেষ পর্যন্ত তাই হলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণে লিগ টেবিলের উপরের দুই দলের মধ্যে একটি প্লে-অফ ম্যাচ আয়োজনের কথা ভাবছে অনেকে। তাদের সঙ্গে একমত লাৎসিওর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিও লোতিতো।

গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া ইতালির ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটির পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে আছে ইউভেন্তুস (৬৩)। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে লাৎসিও। এই দুই দলের মধ্যে একটি প্লে-অফের আয়োজন করে শিরোপা দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে বলে গণমাধ্যমের খবর।

এই বিষয়ে তার মত কি?-এমন এক প্রশ্নের জবাবে ইতালির দৈনিক লা রিপাবলিকাকে লোতিতো জানান, ইউভেন্তুসের সঙ্গে প্লে-অফ খেলতে তারা রাজি।

“হ্যাঁ, আমি মেনে নিব (প্লে-অফ)।”

“ইউভেন্তুসের বিপক্ষে প্রথম লেগে আমরা ৩-১ গোলে জিতেছি এবং সুপার কাপে ৩-১ ব্যবধানে জিতেছি। লিগে এখনও আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচ বাকি (ইউভেন্তুসের বিপক্ষে)। সুবিচারের কথা বললে, ইন্টারের মত দল, যারা আমাদের থেকে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে অথবা আতালান্তা, যারা ১৪ পয়েন্ট পিছিয়ে, বলুন তাদের কী এই প্লে-অফে সুযোগ পাওয়া উচিত।”

গত সোমবার থেকে লকডাউন কিছুটা শিথিল করেছে ইতালি। আগামী ১৮ মে থেকে দেশটির ক্লাবগুলোকে অনুশীলনের অনুমতিও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে সেরি আ মাঠে ফেরার কোনো নিশ্চয়তা নেই বলে জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

গত ২৬ এপ্রিল হওয়া সভায়ও সেরি আর ২০১৯-২০ মৌসুম পুনরায় শুরুর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতাটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ক্রিকেটে অবদানের স্বীকৃতি পেলেন স্মিথ

সিডনি।। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ধারাভাষ্যকার, ইয়ান স্মিথ সম্পৃক্ত ক্রিকেটের সঙ্গেই। ক্রিকেটে অবদান রাখার জন্য নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট থেকে পেলেন সম্মাননা। স্বীকৃতি হিসেবে বার্ট সাটক্লিফ মেডেল পেয়েছেন সাবেক এই কিপার-ব্যাটসম্যান।

করোনাভাইরাসের জন্য ২০১৯-২০ মৌসুমের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনলাইনে আয়োজন করেছে নিউ জিল্যান্ড ক্রিকেট। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সম্মাননা দেওয়া হয় স্মিথকে।

এর আগে বার্ট সাটক্লিফ মেডেল পেয়েছেন ওয়াল্টার হ্যাডলি, মারভ ওয়ালচ, জন রেইড, গ্রাহাম ডাওলিং, রিচার্ড হ্যাডলি ও ইয়েন চ্যাটফিল্ড। তাদের পাশে বসতে পেরে আপ্লুত হয়ে পড়া স্মিথ স্বীকৃতি উৎসর্গ করেন স্ত্রী লুইসকে।

“আমি খুবই কৃতজ্ঞ। যারা এই পুরষ্কার পেয়েছে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারার কথা চিন্তা করে সত্যিই আমি কিছুটা আবেগী হয়ে পড়েছি।”

১৯৮০ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় স্মিথের। এরপর এক যুগের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৬৩টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ভারতের বিপক্ষে ১৯৯০ সালে ১৭৩ রানের ইনিংস খেলে নিউ জিল্যান্ডকে হার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। অকল্যান্ডের সেই টেস্ট ইনিংসটি তার ক্যারিয়ারের সেরা।

টেস্টে তার ডিসমিসাল ১৭৬টি। খেলেছেন ৯৮ ওয়ানডে, ১৯৯২ আসরে বিশ্বকাপ সেমি-ফাইনাল খেলা নিউ জিল্যান্ড দলের সদস্য ছিলেন স্মিথ।

অবসরের পর ধারাভাষ্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কিউই সাবেক এই কিপার-ব্যাটসম্যান। দুই দশক ধরে স্মিথ ১১২ টেস্টে ধারাভাষ্য দিয়েছেন।

এই সপ্তাহের আয়োজনে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরমারদেরও পুরস্কৃত করা হয়েছে। বছরের সেরা টি-টোয়েন্টি নারী ক্রিকেটার হয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের অধিনায়ক সোফি ডিভাইন। সেরা পুরুষ ক্রিকেটার হয়েছেন ডেভন কনওয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া এই ক্রিকেটারকে সম্প্রতি নিউ জিল্যান্ডের হয়ে খেলার অনুমতি দিয়েছে আইসিসি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বেসরকারী স্কুল, কলেজ তিনমাসের ফি বাতিলের দাবি এবিভিপির, আলোচনার আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের বেসরকারী স্কুল, কলেজ তিনমাসের ফি বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। পাশাপাশি বহির্রাজ্যে যেসব ছাত্রছাত্রী আটকে পড়েছে তাদেরকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানানো হয়েছে। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বে মঙ্গলবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। শিক্ষা দপ্তরের বৈঠকে এ-বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই তাদের ডেকে এনে আলোচনা করা হবে।

স্মারকলিপির বিষয় বস্তু সম্পর্কে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য নেতৃবৃন্দ জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে মানুষ আর্থিকভাবে বিপর্যস্থ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্কুল কলেজও বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে বেসরকারী স্কুল কলেজ গুলিতে তিন মাসের ফি বাতিল করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। তারা আরও জানান, রাজস্থানের কোটা সহ বিভিন্ন রাজ্যে ত্রিপুরার বহু ছাত্রছাত্রী লকডাউনের কারণে আটকে পড়েছে। তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসতে চায় তাদেরকে ফিইরয়ে আনার ব্যবস্থা করতে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় আটর্স এবং কমার্স বিভাগ যুক্ত করার জন্যও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃবৃন্দ আরও জানান, বহির্রাজ্যে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা প্রতিনিয়ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অসুবিধার কথা জানাচ্ছে। সেজন্যই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি মকুবের নির্দেশ নেই রাজ্য সরকারের। তবে, লকডাউন চলাকালীন ফি কমানোর জন্য তাদের অনুরোধ জানানো হবে। শীঘ্রই তাদের সাথে আলোচনায় বসবে রাজ্য সরকার।

সীমান্ত এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বন্টন ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৮ এপ্রিল ঃ করোনার জেরে চলা লকডাউনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ফটিকরায় বিধানসভাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা কংসরাম রিয়াং পড়ার সবক'টি পরিবারে খাদ্যাভাব চলছে, এই খবর সম্প্রচারিত হয়েছিলো রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। এরপরই বিষয়টি নজরকারে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফ-এর কুমারঘাট মহকুমা কমিটির কর্মীদের। মঙ্গলবার তারা ছুটে যান প্রত্যন্ত ঐ এলাকাটিতে এবং যুব সংগঠনদ্বয়ের পক্ষ থেকে এলাকার ৪২টি উপজাতি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় চাল, ডালসহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী। এলাকার খাদ্যসঙ্কট মেটানোর উদ্দেশ্যেই বামপন্থীদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস বলে জানিয়েছেন ডি ওয়াই এফ আই'র রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব ভট্টাচার্য। যদিও লকডাউনে কাজ বন্ধের পর থেকেই বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠনগুলি বিশেষ করে যুব সংগঠনের কর্মীরা রাজ্যের **ছয়ের পাতায় দেখুন**

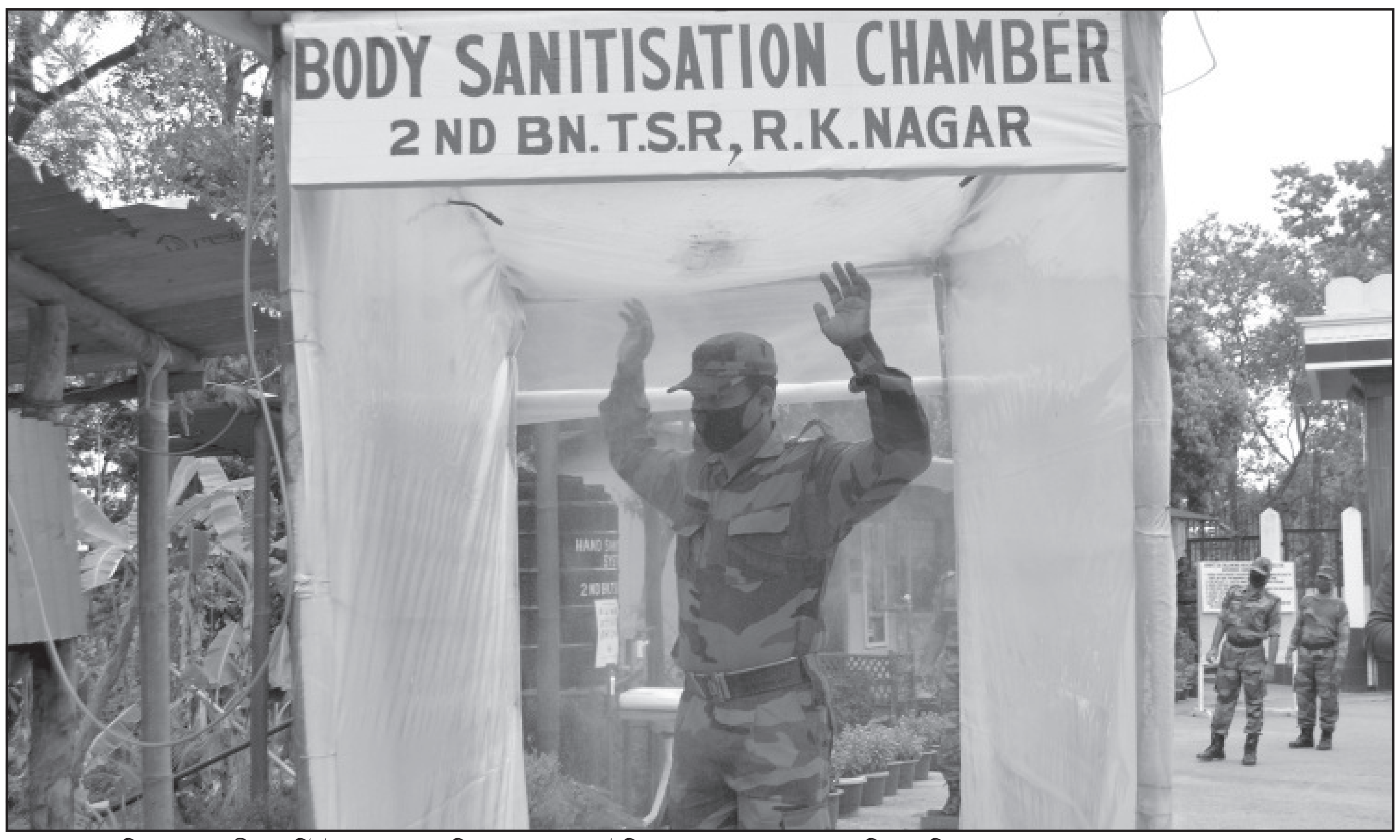

করোনা মোকাবিলায় সারা শরীর স্যানিটাইজ করার জন্য টিএসআর ২ নং ব্যাটেলিয়ানের যন্ত্র বসানো হয়েছে। নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশে ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত ৫৪৯, মারা গেছেন ৩ জন

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ২৮।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫৪৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ৬ হাজার ৪৬২ জন।গত ২৪ ঘন্টায় ৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এদের সবাই ষাটোর্ধ ও ঢাকার বাসিন্দা। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ১৫৫ জন।

মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।গতকালের চেয়ে আজ আক্রান্ত ৫২ জন বেশি। গতকাল আক্রান্ত হয়েছিলেন ৪৯৭ জন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ৮ জন করোনামুক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে ১৩৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন।

ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ৩০৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল ৪ হাজার ১৯২টি।আমাদের নমুনা সংগ্রহ আগের দিনের তুলনায় ২ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪ হাজার ৩৩২টি। আগের দিন পরীক্ষা হয়েছিল ৩ হাজার ৮১২টি। গতকালের চেয়ে নমুনা পরীক্ষা প্রায় ১৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫৪ হাজার ৭৩৩টি।তিনি বলেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায় যারা সুস্থ হয়েছেন, তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েই হয়েছেন। আক্রান্ত ব্যক্তিদের যারা বাড়িতে অবস্থান করে সুস্থ হন, তাদের তথ্য আমরা এখানে দেই না। আশা করছি, ভবিষ্যতে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে আপনাদের জানাতে পারবো।'

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১১১ জনকে। এখন পর্যন্ত মোট আইসোলেশনে রাখা রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ২৪৮ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪৭ জন। এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৭৮৫ জন। সারাদেশে আইসলেশন শয্যা আছে ৯ হাজার ৭৩৮টি এবং ঢাকা শহরে আছে ৩ হাজার ৯৪৪টি। ঢাকা শহরের বাইরে ৫ হাজার ৯৯৪টি রয়েছে।তিনি জানান, আইসিইউ সংখ্যা আছে ৩৪১টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট আছে ১০২টি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৩৯২ জনকে। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৮১ হাজার ৭৯৩ জনকে কোয়ারেন্টিনে নেয়া হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ৩ হাজার ২৩১ জন, বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৭৬ হাজার ৮৪০ জন।তিনি জানান, সারাদেশের ৬৪ জেলা এবং সেখানকার উপজেলায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬০১টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩০ হাজার ৬৩৫ জনকে কোয়ারেন্টাইন সেবা দেয়া যাবে।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) সংগ্রহ হয়েছে ৮৩ হাজার ৫৩৫টি। বিতরণ হয়েছে ১৮ হাজার ৫০টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫৯২টি। বিতরণ হয়েছে ১৩ লাখ ৯ হাজার ১৪৮টি। ৩ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৪টি মজুদ রয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ৭২ হাজার ৪৪৭ জনকে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লাখ ৫৮ হাজার জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মোবাইল ও ওয়েবসাইটে গত ২৪ ঘন্টায় ৩১ হাজার ১২৪ জন এবং এ পর্যন্ত ১৫ লাখ ৩৬ হাজার ২১৭ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে।ডা.নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, স্থল, নৌ ও সমুদ্রবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৫০১ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৬ লাখ ৭৫ হাজার ৭৮২ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।করোনাভাইরাসের সংক্রমন ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

উত্তর প্রদেশে দু'জন সাধুকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা, ধৃত অভিযুক্ত

বুলন্দশহর (উত্তর প্রদেশ), ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার পর এবার উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর! মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় সাধুদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, এবার উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হল দু''জন সাধুকে। সোমবার রাতে মন্দির চত্বরে ঘুমিয়েছিলেন ওই দু''জন সাধু। সম্ভবত গভীর রাতে ওই হত্যা করা হয় ওই দু''জন সাধুকে। মৃতদের নাম-সাধু জগনদাস (৫৫) এবং সেবাদাস (৩৫)।

মঙ্গলবার সকালে বুলন্দশহরের অনুপশহর কোতয়ালির অন্তর্গত পগৌনা গ্রামে অবস্থিত একটি মন্দির চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয় দু''জন সাধুর রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওই দু''জন সাধুর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, মন্দিরে চত্বরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়, সম্ভবত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা ওই দু''জন সাধুকে। এই ঘটনায় একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত ১০ বছর ধরে ওই শিব মন্দিরের দেখভাল করতেন ওই দু''জন সাধু। মন্দিরে তাঁরাই পুজো করতেন। মন্দির সংলগ্ন একটি গ্রামের মদ্যপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

বুলন্দশহর-এর এসএসপি সন্তোষ কুমার সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে, কিছু দিন আগে সাধুদের চিমটা নিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত, পরে সাধুরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। সম্ভবত সেই কারণেই সাধুদের সে হত্যা করেছে। তদন্ত চলছে।

ধলেশ্বরে আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত এক যুবক। ঘটনা রাজধানীর ধলেশ্বরের ষ্টেট ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম বনবীর দেববর্মা। রাতের আধারে এলাকার কিছু মানুষ মিলে তাকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। এতে তার মাথা ফেটে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ছুটে আসে এলাকার এক ব্যক্তি চন্দন দত্ত। খবর দেন পুলিশে।

পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে এলেও কেউ আক্রান্ত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি বলে অভিযোগ। পরে তিনিই আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন তিনি। আক্রান্ত যুবক একটি বেসরকারী সংস্থায় ডেলিভারি বয়ের কাজ করে। তার বাড়ি লাল বাহাদুর এলাকায় হলেও বর্তমানে সে ধলেশ্বর ১৬ নাম্বারে ভাড়া থাকেন। ২৫ এপ্রিল থেকে তার সঙ্গে ঝামেলা হয় বলে জানান সে। ৯ বনমালিপুর যুব মোর্চার স্বচ্ছ ভারতের ইনচার্জের দায়িত্বে রয়েছে আক্রান্ত যুবক। অন্যদিকে উদ্ধারকারি ব্যক্তি যুব মোর্চার মণ্ডল সম্পাদক। এই ধরনের ঘটনার নিন্দা জানান তিনি। আক্রান্ত যুবকের পাশে থেকে প্রয়োজনে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তিনি।

বুলন্দশহরে সাধুদের হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত : প্রিয়াঙ্কা

লখনউ, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে দু''জন সাধুকে নির্মমভাবে হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, এই হত্যা নিয়ে কারও রাজনীতি করা উচিত নয়। মঙ্গলবার টুইট করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, ''এপ্রিলের প্রথম ১৫ দিনেই উত্তর প্রদেশে ১০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তিন দিন আগেই এটাহতে একই পরিবারের পাঁচজন সদস্যের দেহ সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে কী হয়েছিল, তা কেউ জানে না। আজ বুলন্দশহরের একটি মন্দিরে দু''জন সাধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।'' অপর একটি টুইট প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, ''এই ধরনের জঘন্য অপরাধের তদন্ত হওয়া উচিত এবং এই সময় এই বিষয়ে কারও রাজনীতি করা উচিত নয়। নিরপেক্ষ তদন্ত করে, প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আনা উচিত। এটাই সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব।'' উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে বুলন্দশহরের অনুপশহর কোতয়ালির অন্তর্গত পগৌনা গ্রামে অবস্থিত একটি মন্দির চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয় দু''জন সাধুর রক্তাক্ত দেহ। সম্ভবত গভীর রাতে ওই হত্যা করা হয় ওই দু''জন সাধুকে। মৃতদের নাম-সাধু জগনদাস (৫৫) এবং সেবাদাস (৩৫)। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত ১০ বছর ধরে একটি শিব মন্দিরের দেখভাল করতেন ওই দু''জন সাধু। মন্দিরে তাঁরাই পুজো করতেন। মন্দির সংলগ্ন একটি গ্রামের মদ্যপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

অসমে একদিনেই দুই করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান, মোট আক্রান্ত ৩৭, সুস্থ ২৭, মৃত্যু একজনের

গুয়াহাটি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.) : কয়েকদিন বিরতির পর মঙ্গলবার অসমে একদিনেই দুই করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের একজন বঙাইগাঁওয়ের ষোড়শী এবং অন্যজন গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই তথ্য দিয়ে জানান, রাজ্যে আজ সকালে বঙাইগাঁও জেলার শালমারা এলাকার মাত্র ১৬ বছরের এক বালিকার শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। এর পর গোয়ালপাড়া জেলা থেকে আসে আরেক দুঃসংবাদ। তিনি জানান, রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ৩৫-এ পৌঁছেছিল। এর মধ্যে ২৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল সাতে। কিন্তু আজ আরও দুজনের পজিটিভ রেজাল্ট আসায় সেই সংখ্যা বেড়ে ৯-এ পৌঁছেছে। তবে যোগ-বিয়োগ অঙ্কে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৩৭।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, করোনা পজিটিভ গোয়ালপাড়ার ব্যক্তির সঙ্গে নিজামউদ্দিন মরকজের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া ২১ দিন পর বঙাইগাঁওয়ের শালমারা এলাকার ১৬ বছরের আফিয়া তাবাতসুন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে তার দাদুর থেকে। তাকে গত ৭ এপ্রিল বঙাইগাঁও হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল। বঙাইগাঁও জেলায় এই প্রথম করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত মেয়েটি চাপরের করোনা আক্রান্ত জামাল উদ্দিনের নাতনি। গত ৭ এপ্রিল মানিকপুরের লুংজার গ্রামের একই পরিবারের ৬ সদস্যকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল বঙাইগাঁও হাসপাতালে।

পরিবারের ৫ জন গিয়েছিলেন ধুবড়ির চাপরে করোনা আক্রান্ত জামাল উদ্দিনের ঘরে। শালমারার লুংজারগ্রামের মালেকা খাতুনের বাবা চাপরগ্রামের জামাল উদ্দিন। করোনায় আক্রান্ত বাবা জামাল উদ্দিনের সংস্পর্শে আসার পর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল আমির হুসেন (৪৮), পত্নী মালেকা খাতুন (৩৮) (জামালের মেয়ে), সন্তান যথাক্রমে আফিয়া তাবাতসুন (১৬), আবিদা খাতুন (১৩), হবিবর রহমান (১০) এবং খাদিজা বেগম (৬)-কে। বর্তমানে তাদের নিজেদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

ব্যাংকের ঋণ খেলাপিদের প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে তোপ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.): ব্যাংকের ঋণ খেলাপিদের নিয়ে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল কংগ্রেস। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণের দুর্ভোগ দূর না করে শুধুমাত্র ব্যাংকের ঋণখেলাপিদের সাহায্য করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ঋণখেলাপিদের সহায়তা করাটাই বিজেপির মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস।

মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছে, দেশ এইসময় করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াই করছে। পাশাপাশি লকডাউনের নিজেরে মানুষের আর্থিক দিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু মানুষের রোজগার কমে গিয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষদের আর্থিক সাহায্য করার বদলে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ জন ব্যাংকের ঋণ খেলাপিদের ঋণ মকুব করে দিয়েছে।সাধারণ মানুষের টাকা লুট করা, বিদেশে যাওয়া, ঋণ মুকুব করা এটাই সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে বিজেপি এইসব ঋণখেলাপিদের পাশেই রয়েছে।

উদয়পুরের বিলি পাঠ্যবই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। আজ উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আদেশ মূলে উদয়পুরের ৩১৩ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫১টি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বই বিলি করেন। আগামী ৩রা মের মধ্যে উদয়পুর মহকুমা সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে যেন বই পৌছে যায়, তার জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী তেপানিয়া ব্লক সহ সমস্ত ব্লকের ডেপুটি আই এস উপস্থিত থেকে এই বই -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

বাংলাদেশ একা রোহিঙ্গাদের দায়িত্ব নিতে পারে না : যুক্তরাজ্যকে ঢাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, এপ্রিল ২৮।। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দফতরের প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমদ বঙ্গোপসাগরে ভাসমান প্রায় ৫০০ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ঢাকাকে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. একে আবদুল মোমেন আশেপাশের দেশ এবং উন্নত দেশগুলোকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মোমেন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে বলেন, 'সংখ্যার বিচারে হয়তো ৫০০ জন অনেক বেশি নয়, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবিক কারণে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। তাছাড়া, তারাতো বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেও নেই।'

এদিকে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড আহমদ গতকাল মোমেনকে ফোন করেন এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ৫০০ জন রোহিঙ্গা বহনকারী নৌকাগুলোকে এদেশে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিতে ঢাকাকে অনুরোধ করেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, মোমেন তাকে বলেন, নৌকাগুলো বাংলাদেশের উপকূলরেখায় অবস্থান করছে না এবং তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তারা কেন এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে বাদ দিয়ে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য শুধু একা বাংলাদেশকেই বলছে।

তিনি বলেছেন, পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং উন্নত দেশগুলোর উচিত বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দেয়ার দায়িত্ব পালন করা।

বিবৃতিতে বলা হয়, মোমেন পরামর্শ দিয়ে বলেন, গভীর সমুদ্রে আটকা পড়া রোহিঙ্গাদের উদ্ধার করতে এবং তাদের আশ্রয় দিতে যুক্তরাজ্যও একটি রয়্যাল শিপ পাঠাতে পারে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশঙ্কা করেন, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে, কারণ, তাদের হত্যা ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষকে তাদের জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করার জন্য সামরিক ক্র্যাকডাউন এখনো চলছে।

মোমেন আফসোস করে বলেন, তবুও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ মিয়ানমারে বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই বিষয়গুলোতে সোচ্চার নয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ মধ্যে অনেক বাংলাদেশী প্রবাসী কর্মী বেকার হয়ে পড়েছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছে এবং তিনি মানবিক কারণে তাদের প্রতি ব্রিটিশদের সহায়তা কামনা করেন।

বিবৃতিতে তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাজ্যসহ উন্নত বিশ্বের মানবিক কারণে তাদের (এমই'তে অভিবাসী কর্মীদের) চাকরি ধরে রাখতে সোচ্চার হওয়া উচিত।

এই বিশ্বব্যাপী সঙ্কট চলাকালীন আরএমজি খাতকে একটি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এতে যেনো ব্রিটিশ ক্রেতারা বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্যগুলোর জন্য তাদের অর্ডার বাতিল করা থেকে বিরত থাকে, সেজন্য মোমেন যুক্তরাজ্যেকে সহযোগিতারও আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি করোনভাইরাস মহামারী পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাকের সরবরাহের ধারা ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনেরও আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রীকে জানান, ব্রিটিশ সরকারের মারাত্মক করোনভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য উপহার হিসাবে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাজ্যে মেডিকেল সামগ্রী প্রেরণ করবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রীর আহ্বানটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, মালয়েশিয়ার বাধার কারণে সেদেশে প্রবেশে করার ব্যর্থ চেষ্টার পরে আনুমানিক ৫০০ রোহিঙ্গা মহিলা, পুরুষ ও শিশুসহ দু'টি নৌকা সমুদ্রের ওপর ভাসছে।

ইউএনএইচসিআর-সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অধিকার দল এবং সহায়তা সংস্থা পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানিবিহীন কয়েক সপ্তাহ ধরে সমুদ্রে ভাসমান মানুষকে উদ্ধারে ঢাকাসহ এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের ভূমিকার বিষয়ে সমালোচনা করে।

মোমেন এর আগে, একটি বিদেশী টিভি চ্যানেলকে বলেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, মালয়েশিয়া পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পরে প্রায় দুই মাস ধরে অচল হয়ে যাওয়া জাহাজ থেকে বাংলাদেশ ৩৯৬ জনকে উদ্ধার করেছে।

মোমেন বলেন 'কেন বাংলাদেশ প্রতিবারই দায়িত্ব নেবে? বাংলাদেশ এরই মধ্যে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা জায়গা দিয়েছে। আমরা এখন আমাদের উদারতার সীমা ছাড়িয়ে গেছি।'

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।